NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শিবরাম চক্রবর্তী ও বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্য

ভারতকে লজ্জায় ফেলার ছক তৈরি অস্ট্রেলিয়ার ৭

কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ১ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.12.2024, Vol.18, Issue No. 186 8 Pages, Price 3.00

বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনার কৃতিত্বকে স্মরণ করলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেছেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানকে সম্মুখসমরে হারিয়েছিল ভারতীয় সেনা। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। এদিন ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ে সেনার সেই অবদানের কথাই তুলে ধরেন মোদি। যদিও এই বক্তব্য পছন্দ হয়নি হাসনাতের। তাঁর দাবি, 'এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।' কার্যত ৭১-এর যুদ্ধে ভারতের অবদানকে অস্বীকার করতে চাইলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ।

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি উচ্চারিত হলেই এসে যায় বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নাম। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, 'সাত কোটি বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারবা না।' এবং 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। সেই মুজিবকে মুছে ফেলা হচ্ছে ইউনুসের বাংলাদেশে। মূর্তি ভেঙে, সংগ্রহশালা পুড়িয়ে, সিলেবাস ও মুদ্রা থেকে সরিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও অবদানকে মিথ্যে করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। এই বাংলাদেশের নেতৃত্ব যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানকে অস্বীকার করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বরকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি সোমবার পোস্ট করেন, 'আজ, বিজয় দিবসে, ১৯৭১ সালে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সেনাদের সাহস ও আত্মত্যাগকে আমরা সম্মান জানাই। তাঁদের নিঃস্বার্থ বলিদান ও অটল সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব ও অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

বিজয় দিবসে সেনার বীরত্বের কথা স্মরণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার আবহে এবারই প্রথম কলকাতায় সেনা বাহিনীর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিরকম তা তিনি জানেন না। এব্যাপারে তাঁকে কিছু জানানো হয়না বলেও তাঁর অভিযোগ। তবে এব্যাপারে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের সরকার এবং সেনাবাহিনীর অবস্থানের সঙ্গে তিনি থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও বাংলার ভূমিকা কখনই ভুলতে পারি না। যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন, তাঁদের কখনই ভুলতে পারব না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি কী আমি জানি না। আমাকে জানানো হয় না। এই বিষয়ে কিছু বলাটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। বিষয়টা ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনার হাতে।' আর তাঁর বক্তব্য, 'আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। যখন আমি ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ি, তখন তিনি মারা যান। কিন্তু প্রত্যেকদিন তিনি আমায় বলতেন কীভাবে ১৯৬৫ সালে ইন্দো-চিন যুদ্ধে আমাদের সেনারা কাজ করেছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগের কথা। শুনতাম ৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা।' এখন বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে আশ্রয়ে রয়েছেন শেখ হাসিনা। আবার ওপারে ইসকন মন্দিরের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করে রেখেছেন বাংলাদেশ প্রশাসন। সেখানে বিজয় দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মনে পড়ে যাচ্ছে সেই পরিচিত গান। জো শহিদ হুয়ে হ্যায় উনকি জারা ইয়াদ করো কুরবানি। আজ লতাজি নেই কিন্তু আমাদের শহিদ জওয়ানদের জন্য গাওয়া তাঁর এই গান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। ভারতীয় সেনা নিয়ে আমরা সবসময় গর্ববোধ করি। তাঁরা সবসময়ই সাহসিকতা সঙ্গে কাজ করে।'

ধর্ষণ রুখতে কেন্দ্রের পদক্ষেপ জানতে চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: ধর্ষণ মামলার আসামি যাতে একই অপরাধ পুনরায় না করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে কড়া আইনের আর্জি নিয়ে মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এই ধরনের গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বিশেষ চিকিৎসার মাধ্যমে আসামির যৌন হরমোনের ক্ষরণ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে মামলায়। ধর্ষণ মামলায় এটিকে একটি সাজা হিসেবে বিবেচনা করার আর্জি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, মহিলাদের উপর এ ধরনের অত্যাচারের মামলায় কোনও জামিন না-দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ' অনুসারে, ওই মামলায় কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি করেছে শীর্ষ আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সংগঠন। মামলাকারী এ বিষয়ে আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছে বলে জানিয়েছে 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'। এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতেও ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ মামলাকারীর। মহিলা, শিশু এবং রূপান্তরকামীদের উপর অপরাধ রুখতে ১০ দফা পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছে মামলাকারী পক্ষ। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঞার বেঞ্চ সোমবার ওই মামলায় নোটিস জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের মৌখিক পর্যবেক্ষণ, 'শাস্তিমূলক আইনের কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা আমাদের দেখতে হবে।'

যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে মামলাকারী সংগঠন। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে দশ দফা সংস্কারের দাবি সুপ্রিম কোর্টের নজরে এনেছে ওই সংগঠন। মামলাকারী আইনজীবী সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে; যৌন নির্যাতনে কারা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন এ বিষয়ে জাতীয় স্তরে তালিকা তৈরি করতে হবে। যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের চিকিৎসা করে যৌন হরমোন ক্ষরণ বন্ধ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত পর্নোগ্রাফির উপর রাশ টানতে হবে। স্কুলে স্কুলে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। গুরুতর যৌন নির্যাতনের মামলায় ছ'মাসের মধ্যে বিচার শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে কেউ জামিন পাবেন না, এমন নিয়ম চালু করতে হবে।

এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং সাধারণের ব্যবহারের জায়গাগুলিতে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে ওই সংগঠন। এই ধরনের সংবেদনশীল মামলার ক্ষেত্রে পুলিশের আচরণ যাতে ঠিকঠাক থাকে, সে বিষয়টি নিয়েও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি ট্যাক্সি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা যাতে যাত্রীদের সঙ্গে সঠিক আচরণ করেন, সে বিষয়ে একটি হ্যান্ডবুক চালু করা এবং কর্মক্ষেত্রে সিসিটিভি বসানোরও দাবিও জানিয়েছে মামলাকারী সংগঠন।

চিকিৎসার মাধ্যমে আসামির যৌন হরমোনের ক্ষরণ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভিন্ দেশের উদাহরণও টেনেছে মহিলা আইনজীবীদের সংগঠন। তাদের দাবি, এই ব্যবস্থা চালু করার কারণে দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিতে মহিলাদের উপর এই ধরনের যৌন নির্যাতন কমেছে।

কেন্দ্রের কাছে দূষিত শহরের তালিকা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: দূষণ শুধু দিল্লি-এনসিআরের সমস্যা নয়, এটা একটা সর্বভারতীয় সমস্যা। সোমবার দেশের দূষণ নিয়ে এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তা-ই নয়, দেশের মধ্যে সর্বাধিক দূষিত শহরগুলির একটা তালিকা তৈরির নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই তালিকা প্রস্তুত করে আদালতে জমা দিতে হবে, জানিয়েছে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ।

দিল্লি এবং তার আশপাশ এলাকার দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই মামলার শুনানিতে সোমবার বিচারপতি ওকার বেঞ্চ জানায়, শুধু দিল্লির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সব রাজ্যের দূষণজনিত সমস্যা নিয়ে ভাবা উচিত। প্রয়োজনে দূষিত শহরগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণে 'কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের (সিএকিউএম)' মতো ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সোমবারের শুনানিতে আদালতের কমিশনার জানান, দূষণ মোকাবিলায় দিল্লিতে জারি করা তৃতীয় স্তরের সতর্কতা (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান ৩ বা জিআরএপি ৩) ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ, দিল্লি-এনসিআরের বাইরের রাজ্যগুলি দূষণবিরোধী পদক্ষেপ অনুসরণ করে না। তার পরই বিচারপতি ওকার বেঞ্চ কেন্দ্রকে বলে, 'বায়ুদূষণের সমস্যায় জর্জরিত, এমন প্রধান শহরগুলির তালিকা দিন। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন। আমরা সুপ্রিম কোর্টে বসে শুধুমাত্র দিল্লির সমস্যা নিয়ে ভাবছি, এমন ভুল বার্তা অন্যান্য রাজ্যের কাছে যাওয়া ঠিক নয়।' গত ১৮ নভেম্বর থেকে দিল্লির দূষণ সংক্রান্ত মামলা শুনছে সুপ্রিম কোর্ট।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী

ভারতে ফিরে আক্ষেপ রবীন্দ্র ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জ্বলছে বাংলাদেশ। সপ্তাহ তিনেক জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণ। ভারতে ফিরে হুঙ্কার চিন্ময়কৃষ্ণের জন্য জান কবুল করা আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে বর্তমানে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই বলেও আক্ষেপ তাঁর।

সোমবার এক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী জানান, 'বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। দুটি সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। চিন্ময়কৃষ্ণ কোনও অপরাধ করেননি। ইউনূস প্রশাসনের চক্ষুশূল চিন্ময়কৃষ্ণ। বড় সমাবেশ করায় চিন্ময়কৃষ্ণকে ভয় পেয়েছে প্রশাসন। ভয় পেয়ে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহের মামলা করা হয়েছে।' চিন্ময়কৃষ্ণের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশও করেন তিনি। চট্টগ্রাম আদালতে কীভাবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে, তার বিবরণও দেন রবীন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম আদালতে প্রথমে গিয়ে আমি শারীরিক নিগ্রহের শিকার হই। পিছন দিক থেকে ২-১টা ঘুসি দিয়েছে। আমি স্ট্রং। ফাইট করতে পারব। আমি মুক্তিযোদ্ধা। লড়াই চালিয়ে যাব। মৃত্যু তো একদিন হবেই।' আগামী ২ জানুয়ারি চিন্ময়কৃষ্ণের মামলার শুনানি। ওইদিন মামলার সওয়াল করতে চট্টগ্রামে যাবেন বলে জানান বর্ষীয়ান আইনজীবী। ওইদিন জামিন পান কিনা সন্ন্যাসী, সেদিকে নজর সকলের।

মাওবাদী নির্মূলে বড় পদক্ষেপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

দেখা করলেন প্রাক্তন মাওবাদীদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: গত কয়েক বছরে দেশ থেকে মাওবাদীদের হটাতে বার বার তৎপর হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলতি বছরেও বার বার দাবি করেছেন, আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের নির্মূল করবে সরকার। সেই আবহেই রবিবার প্রাক্তন মাওবাদী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নতুন জীবনে ফেরার জন্য উৎসাহ জোগালেন প্রাক্তন 'দেশদ্রোহী'দের। রবিবার ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অসমের মোট ৩০ জন প্রাক্তন মাওবাদী নেতার সঙ্গে দেখা করেন শাহ। সংখ্যাটা কম হলেও নেহাত নগণ্য নয়, বরং এই সাক্ষাৎকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি আজ সব চেয়ে খুশি যে, দেশের তরুণ মাওবাদীরা বুঝতে পারছেন হিংসার পথে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তাঁরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করছেন।' শাহ আরও জানান, কেন্দ্রের নীতি মেনে ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতে ২০টি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আত্মসমর্পণ করেছেন প্রায় ৯ হাজার মাওবাদী। তাঁদের সকলের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাক্তন মাওবাদীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৫ হাজারটি বাড়ির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে গবাদি পশু দেওয়া হবে, যাতে তারা দুধ বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করতে পারে।

ইভিএম ইস্যুতে সরব অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: ইভিএম ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, ভোটযন্ত্রে কারচুপির প্রমাণ থাকলে সুপ্রিম কোর্টে বা নির্বাচন কমিশনে জমা দিন। প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তুলুন। শুধুমাত্র বিবৃতি দিলে চলবে না। যদিও সাংসদের ব্যক্তিগত মতামত, ইভিএম সংক্রান্ত অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে ভরাডুবির পর ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। যদিও তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেনি ইন্ডিয়ার জোটের আরেক শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাও। সেই তালিকায় নাম জুড়ল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকেরও।

উড়ছে ছাই, বাড়ছে কামাই...ক্ষতি বাড়ছে মানুষের

উড়ছে ছাই বাড়ছে কামাই? লাল ফিতের মাঝে আটকে সরকারী নিয়ম। ছাই এর পিছনের গল্প, আর্থিক লেনদেন, মুনাফা প্রচুর, তাহলে কি নেপথ্যে সিন্ডিকেট রাজের হাতছানি? (পর্ব ১)

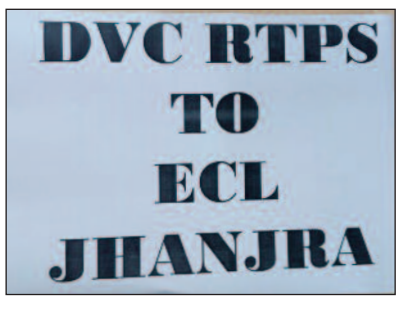

নিজস্ব প্রতিবেদন: দূষণ পিছু ছাড়ছে না আসানসোলবাসীর এবং পথচলতি মানুষের। সম্প্রতি দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চল কয়লাঞ্চলের দূষণ মাত্রা ঊর্ধ্ব বেগের কারণে চিন্তায় ফেলেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে প্রশাসন এবং আম জনতাকে। গত সপ্তাহে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন কলকারখানার প্রতিনিধি, ইসিএলএ-র আধিকারিক এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদদের আধিকারিকের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও হয়। বৈঠক হলেও আলোচনায় ওঠেনি ছাই পরিবহণ থেকে যে দূষণ ছড়াচ্ছে সেই প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত, পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে কেন্দ্রীয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এক ধরনের সাদা ছাই স্থানান্তরিত করার কাজ পেয়েছে কিছু ঠিকাদার সংস্থা। সেই ছাই ডাম্পারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের দামালিয়া বা ঝাঁঝরা কলিয়ারির কিছু খোলা মুখ খনি ভরাটের কাজে। সেই চুক্তি মোতাবেক ছাই পরিবহণের কাজ চলছে প্রতিদিনই প্রায় আড়াইশো ডাম্পার করে। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু পরিবহণের সরকারি নিয়মকে লাল ফিতের ফাঁসে ফেলে কার্যত তোয়াক্কা না করেই চলছে ওভার লোডিং এবং সেই ছাই পরিবহণের সময় ঘিঞ্জি বসতির মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে বসতি বাড়ি থেকে দোকান ঘর পুরো ভরে যাচ্ছে সেই সাদা ছাইতে। অসন্তোষ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। মৌখিক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও মেলেনি প্রতিকার। আপাত দৃষ্টিতে ঘর, দোকানঘর ছাইময় হলেও এর পিছনে যে বিষাক্ত দূষণ ছড়াচ্ছে তা এখনো অনেকেরই অজানা। ছাইয়ের মধ্যে থাকা সিলিকন বা আর্সেনিক, যে কতটা ক্ষতিকারক তা নিজস্ব পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন ওই এলাকায় চিকিৎসা করা এক চিকিৎসক। তার মতে দিশেরগড়, শীতলপুর, সোদপুর, রাধানগর, বামন্ডিয়া, নিয়ামতপুর থেকে শ্বাসকষ্টের রোগী হঠাৎই বেড়ে যাওয়ায় তিনিও বেশ চিন্তিত। একই ভাবে চিন্তিত ডাম্পার করে ছাই যাওয়া এলাকাগুলির কিছু সচেতক মানুষজন।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৭৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabindranath Roy & Rabindra Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakesh Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Aadwika Sarkar & Aadyama Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Bhumij S/o. Gaur Bhumij R/o. Balidanga, Khanpur, Gurap, Hooghly-712308 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Tapas Bhumij & Tapas Singh, আমার স্ত্রী Tumpa Bhumij & Tumpa Singh ও আমার পুত্র Aksay Bhumij & Akshay Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১০/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮২৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Lopamudra Chakraborty & Lopamudra Chakraborty (Maitra) & Lopamudra Bhowmick & Lopamudra Maitra W/o. Manash Bhowmick D/o. Priya Sankar Maitra R/o. 10/450, Vivekananda Road, Pipulpati, Pathakbagan, Chinsurah, Hooghly-712103 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৪৬ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kr. Dey S/o. Joydeb Dey ও Swapan Kr. De S/o. J. De সাং ব্রহ্মপাড়া, হরিপাল, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৮০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanowar Hossain Ansari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Ayan Ansari & Md Kabil Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Nurul Islam (old name) S/o. Sk Kalimuddin R/o. Hiatpur, Arambag, Hooghly-712412, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Nurul Islam (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nurul Islam & Sekh Nurul Islam S/o. Sk Kalimuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Rima Begam.

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫৪৮ নং এফিডেভিট বলে Subrata Mazumdar S/o. Jyotirmoy Mazumdar ও Subrata Majumder S/o. Lt. J. Majumder সাং বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

১৬/১২/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Salim Mallick ও Md. Selim Sk ও আমার পিতা Alimuddin Mallick ও Alimuddin Sk. উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি পূর্ণিমা মন্ডল, স্বামী-জগন্নাথ মন্ডল, গ্রাম -বাগসিনা, পোস্ট -ঠিবা, থানা-লাভপুর, জেলা- বীরভূম। ভুলবশত Lic পলিসিতে আমার নাম অশোকা মন্ডল হওয়ায়, গত ০৭-১২-২০২৪ তারিখে বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 2nd কোর্ট 1st ক্লাস হইতে এফিডেভিট বলে পূর্ণিমা মন্ডল ও অশোকা মন্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার Lic পলিসি নাম্বার- ৪৬৫৬২৩১৮৪.

Name Change

I, **AMIT PRAMANIK**, S/o **KARTICK CHANDRA PRAMANIK**, residing at Vill- Ratulia Medinipur, P.O.- Ratulia, P.S.- Panskura, Dist- Purba Medinipur, Pin-721139 do here by solemnly affirm and declare that my father actual name is **KARTICK CHANDRA PRAMANIK** and my wife actual name is **SUCHITRA ROY PRAMANIK.** That **KARTICK CHANDRA PRAMANIK** & **KARTIK CHANDRA PRAMANIK** and **SUCHITRA ROY PRAMANIK** & **SUCHITRA PRAMANIK** are same and one identical person vide an affidavit no. 4808 before In The Court of Ld. Sub Divisional Executive Magistrate (1st Class), Tamluk, Purba Medinipur on 11.12.2024.

Name Change

I, **SUCHITRA ROY PRAMANIK**, W/o **AMIT PRAMANIK**, D/o **Sankar Roy & Saralabala Roy**, residing at Vill- Ratulia Medinipur, P.O.- Ratulia, P.S.- Panskura, Dist- Purba Medinipur, Pin-721139 do here by solemnly affirm and declare that my actual name is **SUCHITRA ROY PRAMANIK.** That **SUCHITRA ROY PRAMANIK** & **SUCHITRA PRAMANIK** is same and one identical person vide an affidavit no. 2302 before In The Court of Ld. Sub Divisional Executive Magistrate (1st Class), Tamluk, Purba Medinipur on 05.06.2024.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সুজয় দে, পিতা শ্রী হরেকৃষ্ণ দে, সাং- সাঁতরাপাড়া, পোষ্ট- কাঁটাগঞ্জ, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ২২/০৯/২০১০ তারিখে নৈহাটী - এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ৬০৯ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :-

জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা- ৭৩ নং, গোকুলপুর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাপ
এলআর ১২	এলআর ৪৩৫	১৫ শতক।
এলআর ২৬৪	এলআর ৪৩৫	০৮ শতক।
এলআর ২০১/১	এল আর ৪৩৫	০৮ শতক।

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 11/15TH FC (UNTIED)/PGP/ 2024-25.** Last date of submission **22.12.2024 up to 4p.m** For details contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

SIMILAR PERSON

This is to inform the general public that Bimal Kulthia, S/o Ram Gopal Kulthia having DoB 10/09/1968 and Bimal Kumar Kulthia is similar person and R/o 19 Laxmi Pally, Rishra, Morepukur, Hooghly - 712250 as sworn before the Learned Judicial Magistrate 1st Class, Alipore vide affidavit No. 34AA397222 dated 24.09.2024. And shall be known as Bimal Kulthia having DoB 10/09/1968 for all purpose henceforth.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, ১। **শ্রীমতী শেফালী দত্ত**, স্বামী- শ্রী নরেন্দ্র নাথ দত্ত, ২। **শ্রী নরেন্দ্র নাথ দত্ত**, পিতা- নারায়ন চন্দ্র দত্ত, সাকিম – বৈঁচি, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী। গত ইং ৩১/১০/২০০৩ তারিখে সম্পাদিত ও ইং ১৭/১১/২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. - পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- ২১/২০০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী থানা-পান্ডুয়ার সামিল জে. এল. নং ৭, বাঁটিকা মৌজায় অবস্থিত হাল ৫৮৮/১ ও ১৩২৩/১ নং খতিয়ানভুক্ত :-সাবেক ৭২৫ ও হাল ৬৭৯ নং দাগে বাস্তু জমি ০২ শতক সম্পত্তি ও অপরাপর সম্পত্তি, সাকিম- বৈঁচিগ্রাম,থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, নিবাসী **আব্দুল রসিদ**, পিতা – মরহুম হাজি আব্দুল কাদের, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (Advocate)
Reg. No.- F/405/12
District Judge's court,
Chinsurah, Hooghly.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী হারাধন মান্না** পিতা ৺নারায়ণ মান্না সাকিম বিশপাড়া, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩ মহাশয় বিগত ইং 09/08/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 7500 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুশান্ত মান্না** পিতা হারাধন মান্না সাকিম বিশপাড়া, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 04/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ক) I-11948 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস** স্বামী শ্রী অমল চন্দ্র দাস ও **২)শ্রী অমল চন্দ্র দাস** পিতা ৺অমূল্য দাস মহাশয়া/মহাশয়কে ২ কাঠা ও খ)I-11949 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নিতাই পাল** পিতা ৺নবকুমার পাল মহাশয়কে ৩ কাঠা ২ ছটাক ২৯ বর্গফুট (সকলের সাকিম বিশপাড়া, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩) একুনে দুইটি কোবালা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা রঘুনাথপুর, 26 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 975 নং খতিয়ানে, সাবেক 42 তথা হাল এল.আর. 51 নং দাগের অন্তর্গত উপরোক্ত দুইটি কোবালা দলিল মূলে ক) ২ কাঠা ও খ) ৩ কাঠা ২ ছটাক ২৯ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস** স্বামী শ্রী অমল চন্দ্র দাস **২)শ্রী অমল চন্দ্র দাস** পিতা ৺অমূল্য দাস এবং **৩)শ্রী নিতাই পাল** পিতা ৺নবকুমার পাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শ্রী গুড্ডু চৌধুরী পিতা- শ্রী ব্রহ্মদেও চৌধুরী ২) শ্রীমতী কবিতা চৌধুরী, স্বামী- শ্রী গুড্ডু চৌধুরী সাং- হোল্ডিং নং ২০০/১, স্থিরপাড়া দীপালী মাঠ, পোঃ- মণ্ডল পাড়া, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা পিন- ৭৪৩১২৭, একটি সম্পত্তি ১) শ্রী ভোলা নাথ মজুমদার ২) শ্রী বিপ্লব কুমার মজুমদার ওরফে বিপ্লব মজুমদার ৩) শ্রী প্রশান্ত মজুমদার ৪) শ্রী শান্তি মজুমদার ওরফে শান্তি কুমার মজুমদার ৫) শ্রী দেবজ্যোতি দত্ত ৬) শ্রী ধ্রুবজ্যোতি দত্ত ৭) শ্রীমতি গোপা মজুমদার দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সাহার নাম ১) সামস তাবরেজ ২) সঞ্জয় সাউ কর্তৃক ক্রয় করেছেন, দলিল নং-০৭৭৩৮১, তারিখ -১২/১২/২০২০ এবং আমমোক্তার নামা পত্রের নং ১নং বহির ১৫০১-২০২০ নং ভলুম ১৩৪১০৫ হইতে ১৩৪১৫৬ নং পৃষ্ঠায় নকলকৃত ০৪৩৫৯ নং সাল ২০২০, নৈহাটী অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে। সম্পত্তির পরিমাপ ২ কাঠা মৌজা- চকমূলাজোড়, জে. এল. নং- ১৫, আর. এস. খতিয়ান নং-২২, এল. আর. খতিয়ান-২৪২ আর.এস. দাগ নং ৭৫, এল.আর দাগ নং ১৪০, থানা- জগদ্দল, বর্তমানে উক্ত মক্কেল নিজ নাম বি.এল এন্ড এল. আর ও অফিসে নথিভুক্ত করতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোন ওজর আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফত লিখিত আপত্তি উপযুক্ত প্রমান সহ শ্যামনগর বি. এল.আর ও অফিসে দাখিল করিবে।

স্বাক্ষর
UTTAM KR. CHAWDHARY
Advocate
Barrackpore Court
F-1111/1080/99
M-9830489002

=বিজ্ঞপ্তি=

১) পাওয়ার দাতার নাম- মহাদেব চৌধুরী, পিতা-স্বর্গীয় টেলু চৌধুরী। পাওয়ার গ্রহীতার নাম - সুখময় ঘোষ, পিতা-স্বর্গীয় তিনকড়ি ঘোষ, মুড়াকাটা, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতাগণের নাম শুভম কুমার ঘোষ, মলি ঘোষ, মুড়াকাটা, বাঁকুড়া, ঝুমা দাস স্বামী মধুসূদন দাস, মুড়াকাটা, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল - মৌজা-বিক্রমপুর, জে এল নং-১০৩, দাগ-৪৬, খতিয়ান-২২১, ২২৪, ১৯৩৮, পরিমান-৪ শতক, জে এল নং-১২২, মৌজা-মুড়াকাটা, দাগ নং-১২৫০, ১২৮৪, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৪, খতিয়ান নং-১৮৮, ৪৫৯, ১৭৫১, পরিমান-৪ শতক, মোট পরিমান-৮ শতক জায়গা। ২) পাওয়ার দাতা:- বাবলু বাউরী, সোমা বাউরী, ভূতশহর, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:- মলি ঘোষ, ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার নং- 204/2021। কোবালা গ্রহীতা:- মঙ্গলদীপ ঘোষ। তপশীল-মৌজা-ইন্দকাটা, জে. এল ১০৪, দাগ নং- ৭৬, খতিয়ান নং-১২৬৮, ১২৭২, পরিমান- ৭ শতক। ৩) পাওয়ার দাতা:- আশীষ চক্রবর্তী, প্রতিভা চক্রবর্তী, মঞ্জু গাঙ্গুলী, শিবানী ব্যানার্জী, তৃপ্তি ব্যানার্জী, ঝুমা মুখার্জী, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:- আশীষ চক্রবর্তী, গোগড়া, ওন্দা বাঁকুড়া, পাওয়ার নং-IV-1010800006 কোবালা গ্রহীতা:- সুনীল কারক, পিতা- স্বর্গীয় সাধন চন্দ্র কারক, গোগড়া, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল-মৌজা-গোগড়া, জে. এল- ১৮৪, দাগ নং- ৪৮৪, খতিয়ান-২৮৩, পরিমান-৪ শতক। ৪) পাওয়ার দাতা:- রঞ্জিত চেল, ষষ্ঠী কুন্ডু, কানাই চেল, পারুল দে, নারায়ণ চেল, ফটিক চেল। পাওয়ার গ্রহীতা:- ফটিক চেল, পিতা- গুইরাম চেল, গুইনন্দী, ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার নং- 3065/2019, 2628/2020, 220/2012, 147/2012 কোবালা গ্রহীতা:- জিতেন মাঝি, রাজেশ দাস, কালিসেন, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল -মৌজা- ইন্দকাটা, জে.এল- ১০৪, দাগ নং- ১১৪, খতিয়ান-২০১, ২৬৬, ১৩৮০, ১৩৮১, ১৩৮২ পরিমান-৪ শতক। ৫) পাওয়ার দাতা:- স্বপন কুমার চৌধুরী, পিতা-স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র চৌধুরী, লোখাশোল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:- স্বরূপ কুমার চৌধুরী, পিতা- স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র চৌধুরী, জামশেদপুর, পূর্বসিংভূম। পাওয়ার নং- IV-010800033/2018 কোবালা গ্রহীতা:-শ্রীমতী ঝর্ণা কোটাল, স্বামী-মদন কোটাল, মাজরাখি, রতনপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। কৌশিক সেন, পিতা- স্বর্গীয় রাজকিশোর সেন, রকেট গলি, বাঁকুড়া। শ্রীমতী মুনমুন মন্ডল, স্বামী-বাবলু মন্ডল, ওন্দা, বাঁকুড়া। তপশীল-মৌজা- রতনপুর, জে.এল- ৩৩, দাগ নং-১২৮, ১২৯, ৯৬২, ১৭৫, ১৮১, ২৪৪, ২৫২, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮২, ২৮৮, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৭, ৪২১, ৫২৫, ৯৩১, ১১৬৯, ১২০৮, ১২০৯,১২১৯, ১২৫০, ১৬৬৪, ১৬৮৭, ১৬৯০, ১৬৯১, ১৭৮৮, ১৮০৯, ১৮১৭, ১৮৩৮, ২০১৪, ২০৪২, ২০৪৩, ২০৪৪, ২১১২, ২১১৫, ২১১৬, ২১১৮, ২১২৪, ১৮১/২১৪৬, ২০৪২/২১৬০, ২১৯৯/২৪৪৭, খতিয়ান নং- ৩২৭/০১, ৩৮০, পরিমান-৭২ শতক। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & LR.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judges' Court, Bankura
Enrol. No- F-423/652/2017

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০০৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ই ডিসেম্বর। ১লা পৌষ, মঙ্গল বার, দ্বিতীয়া তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্রর বিংশোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা। মৃতে অশুভ চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভ কাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্তোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্তোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

(আজ শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
পন্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী র প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদনে দেশে প্রথম স্থান রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদনে দেশের মধ্যে এরাজ্য প্রথম স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত চলতি বছরের অ্যানিমাল হাসবেন্ড্রি স্ট্যাটিসটিক্স- এ এই তথ্য উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর ভাগ করে নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, মাংস ও দুধ উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে এরাজ্য। জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ মাংস এরাজ্যেই উৎপাদিত হয়েছে। পাশাপাশি দুধের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বার্ষিক সর্বোচ্চ উৎপাদনও এখানেই হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় যেখানে ৩.৭৮ শতাংশ, সেখানে বাংলার গড় ৯.৭৬ শতাংশ। এছাড়া ডিম উৎপাদনে দেশের জাতীয় উৎপাদন গড় যেখানে ৩.১৮ শতাংশ, সেখানে বাংলার ডিম উৎপাদনের গড় ১৮.০৭ শতাংশ। মাংস এবং ডিম উৎপাদনের গতি আনতে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ইতিমধ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে মুরগি পালন করে গত ৩ বছরে প্রায় আড়াই কোটি মুরগি এবং হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে। এর জন্য আপাতত খরচ হয়েছে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ছাগল পালন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি ছাগল বিতরণও করা হয়েছে। যার লক্ষ্য মাংস উৎপাদন বাড়ানো। সরকারি মিট প্লান্ট তৈরি করেও বছরে ৪ হাজার মেট্রিক টন মুরগির মাংস, ১৫০ মেট্রিক টন ছাগলের মাংস, ৫০ মেট্রিক টন শুয়োরের মাংস এবং ৩ মেট্রিক টন ভেড়ার মাংস উৎপাদন করা হচ্ছে।

বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনে স্বচ্ছতা আনতে নয়া নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পুর এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। নয়া নিয়মে এই বিষয়ে কাউন্সিলারদের ক্ষমতা খর্ব করে পুরসভার আধিকারিকদের বাড়তি দ্বায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আইন সংশোধনের পর রাজ্য সরকার তা রূপায়ণের জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে এখন থেকে পুর এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়ার অধিকার বোর্ড অব কাউন্সিলার্স এর বদলে পুরসভার আধিকারিক ও পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটিকে দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের সরাসরি কোনও ভূমিকা থাকবে না।পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের পদাধিকার বলে ওই কমিটির আহ্বায়ক হবেন। পুরসভার চেয়ারম্যানই হবেন কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও থাকবেন ফিনান্স অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা। এছাড়া 'বোর্ড অব কাউন্সিলার্স' মনোনীত কোনও একজন কাউন্সিলারকেও কমিটিতে রাখার কথা বলা হয়েছে। এতদিন 'বোর্ড অব কাউন্সিলার্স' বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। সেখানে আধিকারিকদের মতামত দেওয়ার খুব একটা পরিসর ছিল না। সেই নিয়মেই পরিবর্তন করা হল। নয়া নিয়মের ফলে প্ল্যান অনুমোদনে কাউন্সিলারদের প্রভাব খাটানো বন্ধ হবে। সরকারি আধিকারিকরা বিবেচনা করে প্ল্যান অনুমোদন বা বাতিল করবেন।জেলায় জেলায় পুরসভাগুলিতে নতুন নিয়ম সংক্রান্ত নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে। তার ভিত্তিতে রাজপুর সোনারপুর বারুইপুরের মতো বেশ কিছু পুরসভায় কমিটি গঠন করে বৈঠকও হয়ে গিয়েছে।

কলকাতার আরসিটিসি গ্রাউন্ডে সেনা কর্মীরা বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপন করলেন।

বিএসই লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও সুন্দররমন রামামূর্তি সোমবার ভারতীয় ইক্যুইটি মার্কেটের গোল্ডেন ইয়ারস-২৪ এর সমবেত সমাবেশে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অন লিগ্যাল অ্যান্ড কর্পোরেট গভর্ন্যান্স-এর চেয়ারপার্সন মমতা বিনানি এবং মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভাইস প্রেসিডেন্ট মনীশ ঝাঝারিয়া।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্ন সভাঘরে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে অর্থ, পরিবহন, বিদ্যুৎ -সহ রাজ্যে মোট ১৭টি দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রীদেরও উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় সাংসদ এবং বিধায়কদেরও বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। ওই বৈঠকের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সূচনা করবেন বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের হাতে থাকে মূলত গঙ্গা সাগর মেলার দায়িত্ব । এছাড়াও পরিবহন এবং পূর্ত দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও সাগরদ্বীপে গিয়ে নিজের দফতরের প্রস্তুতি দেখে এসেছেন। বলা বাহুল্য, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগার একবার'। এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। মমতার মুখে শোনা যায়, 'গঙ্গাসাগর বারবার।' সেইজন্য প্রতিবছর দেশ, বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী আসছেন সাগরে। তাই পূণ্যার্থীদের যাতে না কোন অসুবিধা হয় সেইদিকে বিশেষ নজর রাখে রাজ্য সরকার। নেওয়া হয় একাধিক ব্যবস্থা। বলা যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতে গঙ্গা সাগরের দেখভাল করে থাকেন।

জলস্বপ্ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক: আগামী মার্চ মাসের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জলস্বপ্ন প্রকল্প নিয়ে আরও এক দফায় পর্যালোচনা বৈঠক করে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর পৌরহিত্যে সোমবার নবান্নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিগোষ্ঠী এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি জেলা শাসককে পুনরায় সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

উড়ছে ছাই, বাড়ছে কামাই...ক্ষতি বাড়ছে মানুষের

প্রথম পাতার পর

নিয়ম অনুযায়ী পরিবহণের কিছু নিয়মের মধ্যে রাত দশটার পর, ট্রিপল দিয়ে আপাদমস্তক মোড়া এবং বসতি এলাকা এড়িয়ে বড় রাস্তা দিয়ে পরিবহণ পড়লেও তোয়াক্কা নেই পরিবহণ সংস্থাগুলির, উল্টে জুটছে ড্রাইভার বা খালাসির হুমকি। ঠিক যেমন ঘটেছে শীতলপুরের রাজা পাসোয়ান, নিতাই কর্মকার বা রাধানগরের পাপ্পু, বিশাল রায় এবং প্রশান্ত ঠাকুরের ক্ষেত্রে। শীতের ভরা সন্ধ্যেবেলায় সারি সারি ছাই ভরা ওভারলোড ডাম্পর এলাকা দিয়ে যাতায়াতের সময় বাধা দিতে গেলে ড্রাইভার হুমকি দেয় যে তাদের উপর ওয়ালার নির্দেশ রয়েছে, জনৈক চঞ্চল বিষয়টি দেখে এবং এটা নাকি সরকারি কাজ। স্বাভাবিকভাবে চুপ করে যায় সাধারণ মানুষ, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কাদের অঙ্গুলিহেলনে এই দাপট, আর কেনই বা এই ধরনের আচরণ? খোঁজ নিয়ে সূত্র মারফৎ খবর এই ছাই পরিবহণে রয়েছে বহু টাকার লেনদেন, রয়েছে বহু মুনাফা ফলে একটা বা দুটো সিন্ডিকেটের যোগ থাকা স্বাভাবিক। অর্থাৎ যে যার মত করে কাজ হাসিল করবে আর বিপদে সেই সাধারণ মানুষ? প্রশ্ন একাধিক তাই বিষয়টির গভীরতায় ঢুকতেই চমকপ্রদ ঘটনার উত্থাপন হচ্ছে ধীরে ধীরে। ছাই পরিবহণকারী এক ডাম্পার এক খালাশির থেকে কিছু তথ্য তে চোখ কপালে ওঠার উপক্রম। ডাম্পার পিছু বাড়তি আয় পায় ড্রাইভার খালাসি, তাদেরও কষ্ট হয় , চোখের সমস্যা হয়, কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়া ছাই এর জন্য এত টাকা কি করে জোগান দিচ্ছে সংস্থাগুলি?

ডাম্পার করে ছাই বা পরিত্যক্ত বর্জ পদার্থ রাস্তা দিয়ে পরিবহণ করা অহরহ দেখতে পাওয়া যায় শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তায়, অনেকটাই গা সোয়া এলাকা বাসীদের , আবার তাপ বিদ্যুৎ কারখানা থেকে ফ্লাই অ্যাশ অন্যত্র স্থানান্তর করা টাও স্বাভাবিক কিন্তু সেটা হয় নিয়ম মেনে। তাহলে এখানে এত প্রশ্ন উঠছে কেন? আসলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিদ্যুৎ কারখানা থেকে পশ্চিম বর্ধমানের যে দুটি খোলা মুখ খনি পর্যন্ত গড়ে আড়াইশোটি ডাম্পার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাই নিয়ে যাচ্ছে রাত আটটা বাজলেই, উর্দ্ধগতি এবং সেই দূষণ যুক্ত ছাইতে ভরে যাচ্ছে বশতি এলাকা, পথ চলতি মানুষ বা দুচাকা আরোহী দের, জাতীয় সড়কে উঠলে সেই গতি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এর আওতায় প্রায় সাতটা থানা বা বেশ কিছু ট্রাফিক পোস্ট থাকলেও আটকানো হয় না এই ডাম্পারগুলিকে। যদিও পুলিশের বক্তব্য, ওভারলোডিং আরটিও-র দ্বায়িত্বে, কিন্তু সূত্রের খবর পুরুলিয়া জেলা পুলিশ এই সংক্রান্ত বেশ কিছু ডাম্পারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। আরটিও থেকেও জবাব মেলেনি, যদিও তাদের নাকের ডগা দিয়ে পারাপার করছে প্রতিদিন শতাধিক ওভারলোড ডাম্পারগুলি। কিন্তু কেন এই আস্পর্ধা, কত টাকার মুনাফা এই কাজে। অন্তর তদন্ত করছে একদিন। বিষাক্ত দূষণে জেরবার সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দলগুলি চুপ, নির্বিকার পরিবহণ সংস্থার লোকজন..তাহলে কি পিছনে রয়েছে বড় মাথার যোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু পুলিশ আধিকারিক জানান যে এই পরিবহন যদি বন্ধ হয়..বা লোকালয়ের বাইরে দিয়ে নিয়ম মেনে পরিবহণ হলে আপাত লাভ সর্বসাধারণের।

বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য পিন্টু সিং জানান যে, 'ফ্লাই অ্যাশ হল কয়লা দহনের একটি উপাদান। এতে সীসা, আর্সেনিক, পারদ, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়াম-সহ ভারী ধাতুর মতো বিপজ্জনক পদার্থ থাকে এটির গঠনে উপস্থিত।

দূষিত উপাদানগুলির স্তরের উপর নির্ভর করে এটিকে বিপজ্জনক করে তোলে। যদিও প্রবিধানের অধীনে সবসময় 'বিপজ্জনক বর্জ্য' হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় না। তবে এর অনুপযুক্ত বিষাক্ত উপাদানগুলির লিচিংয়ের সম্ভাবনার কারণে পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।' অর্থাৎ বিষাক্ত ছাই এর সম্ভাবনা বেশী...

প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে এই কর্মকাণ্ডের ভিতরের গল্প, লেনদেন, বা কোনো বড় মাথার ইন্ধন? উত্তর খুঁজবো আমরা। কিন্তু ছাই দূষণের থেকে অতিসত্বর মুক্ত করতে কারা এগিয়ে আসে সেটাই দেখার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১ পৌষ, মঙ্গলবার

তৃণমূলের অন্দর্দ্বন্দ্ব আদতে ‘আইওয়াশ’: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সেই ইস্যুতে সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন সাংসদ এবং বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে বিদ্ধ করতে দেখা গেল রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এদিন তিনি বলেন, ‘ফিরহাদ হাকিম ভারতে মুসলিমদের সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করার কথা বলছেন। সারাদেশে যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ১৭ শতাংশ, সেখানে তিনি একথা বলেন কী করে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অর্জুন সিং। সঙ্গে এও বলেন, ‘আসলে বাংলায় সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের ভোটবাক্সে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই এই ধরণের মন্তব্য করছেন রাজ্যের এই দায়িত্বশীল মন্ত্রী।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাজ্যে সংখ্যালঘুর সংখ্যা ৩৩ শতাংশ। এই সংখ্যাটা ধরে রাখতে চায় তৃণমূল।’ এর আগেও ফিরহাদ কলকাতাকে ‘মিনি পাকিস্তান’ বলেছেন, তিনি দাওয়াতে ইসলামের কথা বলেছেন, এবার তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কথা বললেন। এর বিরুদ্ধে তেমন কোনও পদক্ষেপই যে নিচ্ছেন না, শুধুমাত্র একটি টুইট করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও হতাশা ব্যক্ত করতে দেখা গেল প্রাক্তন এই সাংসদকে।

এরই রেশ ধরে আসে অভিষেক এবং ফিরহাদের পারস্পরিক সংঘাতের প্রসঙ্গও। তবে এমন সংঘাতের এক বাতাবণৎ যে তৃণমূলের মধ্যে তৈরি হয়েছে তা মানতে নারাজ প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর ধারনা পুরোটাই আই-ওয়াশ চলছে। সঙ্গে এও বলেন, ‘অভিষেক একটু নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। আর সেই সুযোগে অনেকটাই বেড়ে খেলছেন ফিরহাদ।’ শুধু তাই নয়, অর্জুন সিং এদিন এও বলেন, ‘ফিরহাদ আদতে চাইছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হতে।’ একইসঙ্গে এদিন অর্জুন সিং এও বলেন, ‘তৃণমূলের জামানায় পশ্চিমবঙ্গে কোনও চাকরি নেই। শেষ হয়ে গেছে

জুট ইন্ডাস্ট্রি, চা ইন্ডাস্ট্রির মতো আরও অনেক কিছু। নতুন কোন শিল্পও আসছে না। ফলে বাংলার ভবিষ্যৎ যে কার্যত অন্ধকার’ তা এদিন উঠে আসে প্রাক্তন সাংসদের বক্তব্যে। এরই রেশ ধরে তিনি এও বলেন, ‘বাংলার বেশ কয়েকটি বিধানসভা এলাকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। উত্তর কলকাতার মতো এলাকায় বিনা নোটিসে হাতবদল হয়ে যাচ্ছে বাড়ি। এরপরই সেই সব পুরনো বাড়ি ভেঙে তৈরি হচ্ছে বহুতল। ফলে বাংলায় যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন তাঁরা বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। শুধু কলকাতাই নয়, উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি বা অন্যদিকে আসানসোলেও ধরা পড়ছে এই একই ছবি। এই মুহূর্তে বাংলার যা অরাজক অবস্থা তাতে ব্যবসায়ীদের এখন ব্যবসা করার থেকে বেশি চিন্তা করছেন, তাঁরা কী করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালাবেন। আর এই অবস্থা যার জন্য তৈরি হয়েছে বাংলা জুড়ে তিনি হলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ অর্জুন সিং এদিন স্পষ্টতই মুখ্যমন্ত্রীকে বিদ্ধ করে জানান, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কোনও সংবিধান মানেন না। বরং তিনি নিজে এক সংবিধান বানাতে চাইছেন।’ শুধু তাই নয়, এদিন এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিং এও জানান, ‘ইউনুসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক নয়া দেশ বানাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।’ তবে তা যে হওয়া কোনওদিনই সম্ভব নয়, এদিন তাও পরিষ্কার ভাবেই জানান প্রাক্তন সাংসদ।

ফিরহাদের মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ তৃণমূলের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু নিয়ে মন্তব্যের জেরে দলের মধ্যেই বড় চাপে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, সোমবার তাঁর পাল্টা দিতে দেখা গেল আইপিএস হুমায়ুন কবিরকে। ফিরহাদকে কটাক্ষ করে তৃণমূল বিধায়ক তাঁর নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ‘জিন্দেগি লম্বি নেহি বড়ি হোনে চাইয়ে হুজুর হাকিমজি। কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি চাই। পাঁচ বাচ্চা-রিকশাওয়ালা, সবজিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পরিযায়ী শ্রমিক, হকার না হয়ে দু’বাচ্চার শিক্ষক, ডাক্তার, নিদেনপক্ষে আমার মতো পুলিশ হওয়া ভালো নয় কি?’

প্রসঙ্গত, শনিবারই রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল, ‘বাংলায় তো আমরা কেবল ৩৩ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবি না। আমরা একদিন সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু হতে পারি।’ ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় শোরগোল। সোচ্চার হয়েছেন দলেরই একাধিক বিধায়ক। যাঁর একাধিক মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক দানা বাঁধে সর্বত্র, সেই ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেও রাজ্যের মন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে শোনা গেল। তিনি বলেন, ‘যিনি বলেছেন, তাঁকে ভেবেচিন্তে কথা বলার জন্য বলব।’ এদিকে আবার ডেবরার বিধায়ককে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা কুণাল

ঘোষ। বলেন, ‘পুলিশ সাহেব যে কথা বলেছেন তা রাজেশ খান্নার বিখ্যাত সিনেমার ডায়লগ। কিন্তু সব সিনেমার ডায়লগ সব ক্ষেত্রে খাটে না।’

তবে কুণাল ঘোষ যাই বলুন না কেন, ফিরহাদের মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ার পরই এবার দলের এক্স হ্যান্ডলে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডলে শাসকদল লিখেছে, ‘ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই। দল এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে। তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে দলের অবস্থান কিংবা মতাদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই।’ শাসকদলের আরও বক্তব্য, ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, একতা এবং শান্তির প্রতি দলের অঙ্গীকার অটুট। পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বন্ধনকে আঘাত করতে পারে, এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এদিকে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে রাজ্যের শাসকদল যে এরকম মন্তব্যকে কোনওরকমভাবে মেনে নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে দিল। একইসঙ্গে বিরোধীদের আক্রমণেরও জবাব দিল যে এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত নয় তৃণমূল। এখন ফিরহাদের বিরুদ্ধে শাসকদল কোনও ব্যবস্থা নেয় কি না, সেটাই দেখার। এদিকে আবার ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন বিরোধীরাও। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘তৃণমূলের প্রত্যেক মুসলিম নেতা, কেবল তৃণমূল নয়, যে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রত্যেক মুসলিম নেতা এটাই মনে করেন।’

শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অধীনস্থ শ্যামনগর ওয়েভারলি জুটমিলের এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে সোমবার বেলায় উত্তেজনা ছড়াল ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে। মৃতের নাম রবি প্রসাদ। তাঁর বাড়ি জগদ্দল থানার ওয়েভারলি জুটমিলের সন্নিকটে আতপুর পঞ্চাননতলায়। তিনি ওই মিলের ফিনিসিং বিভাগের কর্মী ছিলেন। যদিও ওয়েভারলি জুটমিলের বর্তমান নাম এভরিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড। অভিযোগ উঠেছে, ওই মিলের প্রায় ৫০ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় ছিল রবি প্রসাদের নাম। কাজ হারিয়ে খুব টেনশনে ছিলেন রবি প্রসাদ। কিভাবে পরিবার নিয়ে সংসার চালাবেন, তা নিয়ে তিনি চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এদিন সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন ওই জুটমিল শ্রমিক। ততক্ষনাৎ তাঁকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

এরপরই হাসপাতাল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন মৃতের সহকর্মীরা। জগদ্দল থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ওয়েভারলি জুটমিলের শ্রমিক সন্তোষ কুমার প্রসাদ বলেন, এই মিলে অতিমাত্রায় মজদুর শোষণ চলছে। প্রায় ৫০ জন শ্রমিককে ইতিমধ্যেই কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরও কয়েকজনকে কাজ থেকে বসানো হবে। কাজ না পেয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কাজ হারানো বাকি শ্রমিকদেরও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে। তবে মৃত শ্রমিক পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার হলেন মৃতের সহকর্মীরা। শ্রমিক নেতা অজয় রায় বলেন, ‘খুব দুঃখ জনক ঘটনা। কাজ হারিয়ে একজন শ্রমিককে চলে যেত হল। তবে যাদের ফিনিসিং বিভাগে বসানো হয়েছে, তাদেরকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হবে।’

অভয়ার বিচারের দাবিতে এসএফআইয়ের জাস্টিস মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারহীন আর কতদিন। এই স্লোগান তুলে সোমবার পথে নামল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। এদিন এসএফআইয়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তরফে জাস্টিস মার্চের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে শুরু করে বারাসত পর্যন্ত তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে মিছিল করা হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য, সিপিএম নেতা পলাশ দাস-সহ অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ। এদিন বাম ছাত্র নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, সিবিআইয়ের তদন্ত থামলেও, তাদের আন্দোলন থামবে না। সিবিআইয়ের তদন্ত থেমে গেলেও জনতার আদালত আছে। তবে সিবিআইয়ের প্রতি মানুষের আস্থা যাতে বাড়ে, সেদিকে নজর রেখে আর জি কর কাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে।

সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পথে হিন্দু সুরক্ষা দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর আঁচ লেগেছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানাতে সোমবার কলকাতায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামে হিন্দু সুরক্ষা দল। সোমবার দুপুরে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয় মিছিল। শিয়ালদা, হাওড়ার পাশাপাশি একাধিক মিছিল এসে শেষ হয় রানি রাসমনি রোডে। সেখানে সংগঠনের তরফে একটি জমায়েতের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠপাট ও ইস্কনের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে এদিন পথে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হিন্দু সুরক্ষা দল। এদিনের এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেন শয়ে শয়ে মানুষ। দলের নামে সভার আয়োজন করা হলেও রানি রাসমনি রোডে এদিনের ধিক্কার সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ-সহ গেরুয়া শিবিরের এক ঝাঁক নেতা। এদিন দিলীপ ঘোষ একদিকে যেমন বাংলাদেশে অচলাবস্থার জন্য ইউনুস প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তোলেন ঠিক তেমনই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনা করেন।

বিজেপি নেতার অভিযোগ, ‘বাংলাদেশ উর্দুর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে। উনি (ফিরহাদ হাকিম) মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে পশ্চিমবাংলাকে মুসলিম দেশ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণেই এদিনের প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।’ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মনে করিয়ে দেন, ‘হিন্দুদের সুরক্ষা চাই। তাঁদের উপর অত্যাচারের বিহিত চেয়েই আজ পথে নামা।’ দিলীপের প্রশ্ন, ‘সংবিধানের শপথ নিয়ে কীভাবে ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীররা মুসলিম রাষ্ট্র বানানোর কথা বলতে পারেন।’ সঙ্গে এও বলেন, ‘দলের উচিত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।’ আর এই প্রসঙ্গেই দিলীপ এদিন এও প্রশ্ন ছুড়ে দেন, তৃণমূল

কংগ্রেস মৌলবাদীদের পার্টি হয়ে গেছে কি না তা নিয়েও। কারণ, যারাই তাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন তাঁদেরই উদ্বাস্তু বলে দেশ থেকে তাড়ানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষও। তাঁর বক্তব্য, ‘ইসলামের স্লোগান দিয়ে, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষদের ইসালামিকরণের প্রোবক্তা, খিদিরপুরকে মিনি পাকিস্তান বলা এই ববি হাকিমের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে উগ্র মুসলিম মৌলবাদ লুকিয়ে রয়েছে।’ এরপরেই তিনি শাসকদলের শীর্ষ নের্তৃত্বের কয়েকজনের বক্তব্য ফোকাসে আনেন। রুদ্রনীল বলেন, ‘আমরা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাকালে হুমায়ুন কবীরের-হিন্দুদের কেটে ভাগীরথিতে ভাসিয়ে দেবো, মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর -হাম দো, হামারে চার, জনসংখ্যা বাড়ানো এবং তারপর ববি হাকিমের -সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। পড়াশোনা শিখিয়ে নয়, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার করে নয়, তাঁরা চান খেতে পাক আর না পাক, সন্তান উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে তাঁরা বিধানসভা এবং নিজস্ব নিজস্ব প্রতিবেদন পার্লামেন্ট দখল করার যে অনৈতিক অঙ্ক, যেভাবে হত্যা করে, ধর্মান্তরিত করে যে কথা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা পুলিশমন্ত্রী হয়ে ক্রাইম এবং ক্রিমিন্যালকে লোকাবার চেষ্টা করছেন। তিনি চুপ করে থাকছেন। এই ধরণের অর্বাচীনকে ঘাড় ধরে, তাঁদের জেলখানায় পাঠানোর বন্দবস্ত করা উচিত। এযেন বাংলাদেশের জামাতের নির্দেশে চলা, ডক্টর মহম্মদ ইউনূসের অঙ্কেরই ছায়া এখানে দেখা যাচ্ছে।’

বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে দেবের ‘খাদান’ ছবি। ছবির প্রচারের জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছেন গোটা ‘খাদান’ টিম। ছবির প্রচারে সোমবার ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল দেবের।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগে এদিন দুপুরে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। বড়মার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি সোজা রওনা দেন ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি খাদান ছবির প্রচার সারেন। যদিও বড়মার মন্দির থেকে বেরিয়ে দেব সংবাদ

মাধ্যমের কাছে কিছুই বলতে চাননি। তবে পুজো দিয়ে তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। এদিন দেবের সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত-সহ খাদান ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

অমরনাথ তেওয়ারি খুনে ছয়জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধ জগৎ ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চেয়েছিলেন যুবক আশু তেওয়ারি। কিন্তু পুরানো গ্যাং তাঁকে ছাড়তে নারাজ ছিল। আশুকে খুন করতে এসে তাঁর বাবা অমরনাথ তেওয়ারিকে গুলি করে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। নৈহাটির হাজিনগরে ২০১৯ সালের ৯ অক্টোবর রাতের ঘটনা। পাঁচ বছর আগের সেই খুনের মামলায় গত ১১ ডিসেম্বর কুখ্যাত অপরাধী শ্যাম বিহারী যাদব-সহ ছয় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ব্যারাকপুর আদালত। সোমবার অমরনাথ তেওয়ারি খুনের মামলায় ছয় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। আদালতের রায়ে খুশি নিহতের পরিবার।

জানুয়ারির মাঝামাঝি বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জানুয়ারির মাঝামাঝি তৃণমূলে বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা, অন্তত এমনটাই খবর তৃণমূলের অন্দর মহল সূত্রে। আর বিভিন্ন জেলায় এই সাংগঠনিক রদবদল হতে পারে ১৫ থেকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে। এরই পাশাপাশি ওই একই সময়ে মন্ত্রিসভাতেও রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক বদল নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিকা জমা দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, পৌষ সংক্রান্তির পর অর্থাৎ জানুয়ারির মাঝামাঝি তৃণমূলের এই রদবদলের তালিকা প্রকাশ হবে। সেখানে একাধিক সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি বদল হবে। তাঁর প্রস্তুতি ইতিমধ্যে চলছে। তবে দলের মধ্যে চর্চা চলছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমা দেওয়া তালিকাতেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিলমোহর দেবেন কি না তা নিয়ে। এই চর্চার মূল কারণ হল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নবীনদের তুলে আনার কথা বলেছেন। প্রবীণদের দলে প্রয়োজনের কথা জানিয়েও নবীনদের পক্ষে সওয়ালও করতে দেখা গেছে তাঁকে। লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নিয়েও তাঁর মন্তব্যে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কারণ, তখন তিনি বলেছিলেন, বয়স বাড়লে পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যায়। একজন ৪০-৫০ বছরের ব্যক্তি যে পরিশ্রম করতে পারবেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যাবে। তবে প্রবীণদের অভিজ্ঞতার

প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। তৃণমূল সুপ্রিমোও প্রবীণদের দরকার বলে মন্তব্য করেন।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, তৃণমূলে এখন প্রবীণদের প্রাধান্য রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নবীন-প্রবীণ সমন্বয় রেখে সাংগঠনিক রদবদল হবে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের এখন নজর অভিষেকের তালিকাকে মাথায় রেখে মমতা সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই দেখার। শুধু দলের সংগঠন নয়, ওই একই সময়ে মন্ত্রিসভায়ও বড় বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫ থেকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে মন্ত্রিসভায়ও রদবদল করা হতে পারে। সূত্রের খবর, একাধিক দপ্তর সামলাচ্ছেন, এমন কয়েকজন মন্ত্রীর দফতরের সংখ্যা কমানো হতে পারে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ আনার সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকেও কেউ কেউ বাদ পড়তে পারেন। সবমিলিয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক ও মন্ত্রিসভায় কী কী রদবদল হবে, তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।

থাইল্যান্ডের মহিলা নাগরিকের শ্লীলতাহানি, ধৃত অ্যাপ কার চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার কলকাতায় থাইল্যান্ডের মহিলা মহিলা নাগরিককে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। কাঠগড়ায় এক অ্যাপ বাইক চালক। পুলিশের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পরই গ্রেপ্তার করা হয় অ্যাপ বাইক দক্ষিণ বিধাননগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই অ্যাপ বাইক চালককে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, থাইল্যান্ডের বাসিন্দা বছর চল্লিশের মহিলা কর্মসূত্রে সুকান্ত নগরের বসবাস করেন। রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ পিকনিক গার্ডেন থেকে অ্যাপে একটি বাইক বুক করেন তিনি। সুকান্ত নগরে সেই পৌঁছয় বাইক। সেইমতো চালকের ভাড়া হয় ৭২ টাকা। মহিলার বয়ান অনুযায়ী, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর টাকা হেলমেটের নিচে রাখেন। এরপর নিজের বাড়িতে চলেও যান। কিন্তু মিনিট ১৫ মিনিট পরে ওই অ্যাপ বাইক চালক টাকা চাওয়ার জন্য মহিলার বাড়িতে পৌঁছে যান। মহিলার দাবি, বাইক চালক যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছন, তিনি পোশাক বদলাচ্ছিলেন ঘরে।

এরপরেই শুরু হয় বচসা, অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। এরপরই বিধাননগর দক্ষিণ থানার দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। থানায় দায়ের করেন অভিযোগ। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে নরেন্দ্রপুর থানায় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদকীয়

ঘোলা জলে সাঁতার কেটে জল না ছুঁলেও, বিষয়টি কিন্তু জলের মত সহজ নয়

রাজনীতির ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেকের তুলনা হয় না। রাজনৈতিক কর্মী মমতা পরবর্তী কালে একটি দলের সুপ্রিমো, পরে প্রশাসনিক পদে মন্ত্রী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মমতার রাজনীতি ও চরিত্র প্রায় আমূল বদলে গেলেও আসলে রাজনীতির পাঠশালায় মমতাই হলেন অভিষেকের গুরুমা। হতে পারে অভিষেক দিল্লিতে গিয়ে নিজেকে পালিশ করেছেন। তা বলে কি অভিষেক অন্য কিছু ভাবছেন? তৃণমূল বিপদে পড়লে তিনি অন্য নামে নব তৃণমূল গড়বেন? এ ইতিহাস জাতীয় কংগ্রেসের আছে ঠিকই, তবে এখনও তৃণমূল প্রসঙ্গে তা বিশ্বাস করা শক্ত। মমতাই ভাইপো অভিষেককে জায়গা করে দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে অভিষেকের জন্ম। ১৯৯৮-এ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম। তখন অভিষেকের বয়স ১১। কলকাতায় নবনালন্দা হাই স্কুলে পড়েছেন। এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হলেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করে কলকাতায় ফেরেন ২০১১-য়। কলকাতায় আসার আগে ছাত্র বা যুব রাজনীতিতে তাঁকে সে ভাবে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের অভাবনীয় ও শোচনীয় ভাবে হারিয়ে শাসকের আসনে। অভিষেক রাজনীতিতে এলেন ২০১১-য়। সোনার চামচ মুখে দিয়ে সরাসরি ২০১২ সালে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি হলেন। ২০১৪-য় লোকসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ২০১৪-য় সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি, ২০২১ সালেই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত। ভারতীয় রাজনীতিতে এত দ্রুত উত্থান ভাবা যায় না। ব্যক্তিনির্ভর রাজনৈতিক দলে এ রকমই হয়ে থাকে, সর্বত্র। তা হলে কে থাকবেন? ব্যক্তি মমতা না ব্যক্তি অভিষেক? এঁদের মধ্যে ফারাক আছে না নেই? তৃণমূলের কিছু নেতা ঘোলাজলেই নেমেছেন, সাঁতারও কাটছেন, কিন্তু জল ছুঁতে চাইছেন না। তবে বিষয়টি জলের মতো সহজও নয়।

শব্দবাণ-১৩৪

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.(আল.) ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা ৩. আগমন, আসা ৫. মধু ৭. জবাব লেখার জন্য প্রদত্ত ৮. তাজা ১০. উত্তীর্ণ মার্ক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিচারক ২. আচার-আচারণ ৩. সবজি, কাঁচা তরকারি ৪. দাঁত বার করে হাসি ৬. শক্ত, দৃঢ় ৯.— ঢাক আপনি বাজে।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৩

পাশাপাশি: ১. আলিঙ্গন ৩. অন্তিকা ৪. গরিমা ৬. তবল ৯. খবর ১০. সংসার।

উপর-নীচ: ১.আকাল ২. নম্বরি ৩. অবিরত ৫. মালদার ৭. বয়স ৮. প্রখর।

জন্মদিন

আজকের দিন

জন আব্রাহাম

১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জন আব্রাহামের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিন।*

শিবরাম চক্রবর্তী ও বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্য

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিশুসাহিত্য বললেই শৈশবে উপভোগ্য সাহিত্যের কথা জেগে ওঠে। সে সাহিত্যে ছেলে ভোলানো ছড়া থেকে মন ভোলানো রূপকথা উঠে আসে। অথচ সেগুলোর পাঠ বড়দের মুখে মুখে ফেরে, ছোটদের কানে-চোখে শোনে আর ভাবে। সেখানে সাহিত্যের পাঠে শিশুরা বড়ই অবলা। সেদিক থেকে ভোলানোর চেয়ে জাগানোর জন্য যখন নীতিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল, ছন্দের দোলার চেয়ে মনের ভেলা আনন্দে ভেসে উঠল, তখনই শিশুর সঙ্গে কিশোরের মিলন হয়ে গেল। শিশুসাহিত্যের কুয়াশাচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে শিশু-কিশোর সাহিত্যের বসন্তের আকাশ ঝলমল করে উঠল। রূপকথা, উপকথা, লোককথা, নীতিকথা-র কথকথায় গল্পের বাঁধন গেল শিথিল হয়ে, অলৌকিক গল্পের জগৎ ছেড়ে লৌকিক জগতের দ্বার হল মুক্ত। শিশুসাহিত্যের অবলা শিশুটিই কিশোরের ছায়ায় কায়া বিস্তারে তার সাম্রাজ্যও গেল বেড়ে। সেথায় শিশুতোষ সাহিত্যের আধারটিই তার বালকত্ব কাটিয়ে কৈশোরের মনোতোষের হদিশ দিল। সেদিক থেকে বাংলা শিশুসাহিত্যের ধারার অগ্রগতিতে শিশু-কিশোর সাহিত্যে রূপান্তর ছিল সময়ের অপেক্ষা। তাতে যেমন শৈশবের সব পেয়েছিল দেশটি রঙিন হয়ে ওঠে, তার চির বসন্তের মধুবন জেগে থাকে, তেমনই বাল্য-কৈশোরের মনপবনের ডিঙা ভেসে চলে, নতুন পৃথিবীর অজানা খনির পরশমণি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ইচ্ছেডানায় ভর করে দেশান্তরে পাড়ি দিতে চায় মন, গোয়েন্দাগিরি থেকে দেখনদারি সবেতেই তার অবাধ বিস্তার। সেখানে ছেলেবেলা বা মেয়েবেলার সুরভিত জীবনের উষ্ণ পরশ। শিশুর ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই কৈশোরে পৌঁছে যায়। 'অপরাজিত' জীবনের ধারায় সকলেই 'পথের পাচালী' অপু-দুর্গার শরিক হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে অবশ্য শিশু-কিশোর সাহিত্য শুধু শিশুসাহিত্যের বিস্তার নয়, পূর্ণতা। তার অপর নাম ছোটদের সাহিত্য। সেক্ষেত্রে তার মধ্যের সাহিত্যের নাবালক আর সাবালক খুঁজলে ভুল হবে। আসলে জীবনের পর্ব ভেদে তা ছোট-বড়'র স্তর বিন্যাস। বাংলা সাহিত্যে সেই শিশুকিশোর সাহিত্যের ধারাটিই বিবর্তনের মাধ্যমে নব নব রূপে তার সাম্রাজ্য শ্রবৃদ্ধি করে চলেছে। সেই ধারায় আজীবন যিনি 'ছোটদের লেখক' হয়ে সগর্বে লেখনীকে সচল রেখেছিলেন, তিনি শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)। ছোটদের লেখাতেই তাঁর বড় লেখক হয়ে ওঠা। শিবরাম বাংলা সাহিত্যে আত্মনিবেদিত 'ছোটদের লেখক'। অথচ তাঁর ছোটদের সাহিত্য নিতান্তই শিশুসেব্য নয়, আবার শিশুদের উপযোগী করে লেখাও নয়, একান্তই অভিনব আয়োজন। শিবরামের সাহিত্যভাবনার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। এজন্য প্রথমে সেবিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন ।

শিবরাম চক্রবর্তী ছোটদের লেখায় সক্রিয় হলেও তা শিশুকিশোর সাহিত্যের গতানুগতিক পথে হাঁটতে তিনি নারাজ ছিলেন। ১৯৬২-এর ডিসেম্বরে গোরক্ষপুরে প্রবাসী তথা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিশুসাহিত্য বিভাগে সভাপতির ভাষণের জন্য লিখিত ভাষণ যা 'কিশোরদের জন্য সাহিত্য' নামে প্রকাশিত ও সংকলিত হয়েছে, তাতে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট । তাঁর মতে, সাধারণ ভাবে শিশুসাহিত্যে শিশু বলতে বোঝায় যাদের বয়স ছয় থেকে ষোলোর মধ্যে। শিবরামের বিবেচনায় তারা শিশু নয়, কিশোর। তিনি মনে করতেন কেবল তথাকথিত শিশুসাহিত্যই নয়, তাদের হাতে দিতে হবে আমাদের সাহিত্যের সম্পূর্ণ সম্ভার। কারণ তারাও বড় হচ্ছে। শিবরামের কথায়, 'বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে শিশু-সাহিত্যের ততটা দরকার নেই যতটা দরকার খাঁটি সাহিত্যের।' তাঁর মনে হয়েছে, আসন্ন বাস্তবের মুখোমুখো হওয়ার সহায়স্বরূপ তাদের বড়দের সাহিত্য তুলে দিতে হবে। এজন্য শিবরামের পরামর্শ 'অতএব তুলে দিন তার হাতে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ, বিভূতি বন্দ্যো, তারাশঙ্কর । হেমেন রায়ের সঙ্গে প্রেমেন মিত্রকেও।' আরও বলেছেন, 'আমার মতে বঙ্কিম রবীন্দ্র বিবেকানন্দই হচ্ছে শিশু-সাহিত্য। শৈশবেই সে সব পড়তে হবে।' তা হলে কি শিশুসাহিত্যের প্রয়োজন নেই, বা, থাকলে কীভাবে, সে-সব নিয়েও শিবরাম ভেবেছেন । সেই লেখাতেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। নিজে প্রশ্ন করেছেন, নিজেই তার উত্তর জুগিয়েছেন। যৌবন সীমান্তে পৌঁছে নানান কর্মের জালে আর ভ্যাজালে যারা হৃত-শৈশবে ফিরে যেতে চায়, তাদের জন্যই প্রয়োজন শিশুসাহিত্য বলে মনে করেন শিবরাম। তাঁর কথায় 'আমরা যারা হৃত-শৈশবে ফিরে যেতে চাই — আমাদের হারানো কৈশোর ফিরে পেতে চাই সেই-আমরাই পড়ব সে-সব বই। তার ভিতরেই আমরা সেই পুরানো দিনের স্বপ্ন খুঁজে পাব, নতুন করে ফিরে পাব নিজেদের।' সেক্ষেত্রে শিশুকিশোর সাহিত্যের ধারণাতেই শিবরামের স্বতন্ত্র প্রকৃতি আপনাতেই সবুজ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তিনি যেভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্য ভাবতেন, তাই কি সেই ধরনের সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তা নিয়েও তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। জীবনের উপান্তে যখন তিনি আত্মজীবনীতে লেখনীধারণ করেছেন, তখন তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এজন্য বিষয়টিকে সেই 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' আত্মজীবনীতে সুকৌশলে উপস্থাপনের জন্য জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে ছদ্ম সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতে হয়েছে তাঁকে। সেই সাক্ষাৎকারেই সবিনয়ে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে নিজেকেই সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য করায় আপত্তি জানিয়েছেন তিনি 'আমি গণ্য করি না। সাংবাদিক বলতে পারেন ইচ্ছে করলে। আসলে আমি হচ্ছি ছোটদের লেখক---ছোট লেখক।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিবরাম চক্রবর্তী কলকাতায় সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বে নবপর্যায় 'যুগান্তর' (১৯২৩), 'আত্মশক্তি' (১৯২৪) প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তাছাড়া সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর জীবন জুড়ে ছিল। সেদুটি পত্রিকাও তিনি তরুণ বয়সে সম্পাদনাও করেছিলেন। অন্যদিকে 'ছোটদের লেখক' বলেও 'ছোট লেখক' বলে আবার বিনয় প্রকাশের মধ্যে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতিতে কোনোরকম হীনতা নেই, বরং প্রকাশের আভিজাত্যে দীনতাই যে উৎকর্ষমুখর বনেদিয়ানা হয়ে উঠেছে, তা তার অব্যবহিত পরিসরেই প্রতীয়মান। সেখানে শিবরামের লেখকসত্তার প্রখর সচেতনতাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

আসলে বিষয়আশয়ে শিবরাম চক্রবর্তী যতই আত্মভোলা হন না কেন, শিল্পীর সত্তাতে তিনি অসাধারণ আত্মসচেতন ছিলেন। ছোটদের লেখায় তাঁর সত্তা কোথায় স্বতন্ত্র, সে বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সমকালে যে শিশুসাহিত্যের সেকাল ক্রম হ্রাসমান, কিশোরদের সাহিত্যের উৎকর্ষ ক্রম বর্ধমান, সবই তাঁর নখদর্পণে। এজন্য তাঁর ছোটদের লেখায় তিনি যতই 'প্রিয় লেখক' হন, তাতে যে তাঁর অনুসরণ না করার জন্যই, সেকথাও তিনি জানিয়েছেন 'সে আমি শিশু সাহিত্য করি না বলেই। 'করি না'না বলে পারি না বলাটাই ঠিক। সত্যিকার শিশুসাহিত্য করেছেন দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদাচরণ, সুখলতা রাও, সুকুমার রায় প্রভৃতিরাই—শিশুদের জন্যই লিখেছেন — শিশুদের মত করেই লেখা । সে কলম আমি পাব কোথায়। এ যুগে সে লেখনী আর সেই লেখা হারিয়ে গেছে বলেই আমার মনে হয় । কারো কারো হাতে সে ধরনের লেখা এখনও খেলা করে বটে, কিন্তু সে অতি বিরল।' সেই 'বিরল' লেখকদের কথাও তার অব্যবহিত পরেই সশ্রদ্ধায় উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সকলেই তাঁর সমকালের এবং অনেকেই আত্মজীবনী লেখার সময়ে জীবিত বা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। শিবরামের কথায় তাঁরা হলেন 'মোহনলাল, সুকুমার দে সরকার, সতীকান্ত গুহর নাম করা যায়। এর পরের ধাপে কিশোর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়েন, হেমেনদা, প্রেমেন, নারায়ণ গাঙ্গুলী । লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, ধীরেন ধরকেও ধরা যায়...'। সেই ধারায় যে তাঁর স্থান হতে পারে না, সেকথাও শিবরাম অব্যবহিত পরে অকপটে শিব্রামীয় ভাষায় ব্যক্ত করেন 'আমি এঁদের ধারেকাছেও নিজেকে ধরাতে পারি না। আমার ছোটদের লেখায় কিছু পোলা থাকে আর কিছু পান্ থাকে— এছাড়া কী আছে আর? পোলাপানদের জন্যে লেখা আমার শিশুসাহিত্য পড়ে তাই কি আপনার ধারণা হয়নি ? আমার লেখায় বেশ ভেজাল আছে, সেই অ্যাডালটারেটেড লেখা, ছেলেমেয়েদের অ্যাডাল্ট বানিয়ে ছাড়ে। আর সেজন্যই হয়ত তারা তা ভালোবাসে। কোনো হিতোপদেশ নেই আমার লেখায়, আদর্শ স্থাপনের বালাই নেই কোনো, কোনো বাণী দিইনে আমি — সেই জন্যেই হয়ত শোনার যোগ্য মনে করে তারা। বলুন, বাণী দেবার আমার কী আছে, সোনাই আসলে নেই যেখানে। খাঁটি সোনার নয়, পরিপাটি গিল্ টির— সেই কারণেই আমার রচনায় এত ঝুটো অলঙ্কার, এত পানঝাল, বুঝেছেন? পান মরা বাদ দিলে আমার লেখায় কী থাকে, আর এই কারণেই একটি একটা গিলটি বোধ সর্বদাই আমার মনে।' প্রথমত, শিবরাম যেভাবে তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন, তাতে যে অভিনয় নেই, তাও বক্তব্যের স্বচ্ছতায় প্রতীয়মান। অন্যদিকে তাই তাঁর ছোটদের লেখার স্বতন্ত্র আভিজাত্য। সেখানে পাঠকের দরবারে তাঁর আধিপত্যে ছোটবড়'র ব্যবধান ঘুছে গিয়ে বন্ধুত্বের সহজ আন্তরিকতা লেখকের সঙ্গেও গড়ে ওঠে। এবিষয়ে শিবরাম সেই সাংবাদিককে আগেই তাঁর জনপ্রিয়তার রহস্য ফাঁস করে বলেছেন 'কারণ আছে তার। আমার লেখায় ছোটদের কখনই আমি ছোট করে ধরিনি, অবোধ শিশু বলে গণ্য করিণি কখনো। আমার সমকক্ষ বলেই ধরেছি তাদের। বয়স্ক বন্ধুর মতন বিবেচনা করেছি। বড় হবার উপদেশ নয়, বড়ত্বের স্বাদ পেয়েছে তারা আমার লেখায় । সেই আস্বাদ তাদের মনে লেগে রয়েছে এখনো। সেই কারণেই হয়ত এটা হবে।' অবশ্য 'বয়স্ক বন্ধুর মতন বিবেচনা' করায় শিবরামের লেখায় ছোট-বড়'র ভেদ মিলিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এতে অনেক ক্ষেত্রে নাবালকদের পাত্রে বয়স্কদের রসদও পরিবেশিত হয়েছে। সেবিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনাই শ্রেয় ।

অন্যদিকে শিবরাম শিশুসাহিত্যের অস্তিত্বের মূলে ফিরে দেখার অবকাশও লক্ষ করেছেন । সেখানে সেই রাম নেই, সেই অযোদ্ধাও নেই। শিশুসাহিত্যের শিশুর অভাবেই যে তাঁর স্বভাব গড়ে উঠেছে, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সেখানে শিশু-কিশোর সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে স্বকীয় অবস্থান আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজেই তিনি সেই প্রসঙ্গে আলো ফেলে জানিয়ে দেন 'আমার নিজের কী মনে হয় জানেন? শিশুসাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। শিশুই নেই তো শিশুসাহিত্য। শিশু কোথায় এখন? শিশুরা জন্মায় না, জন্মালেও বাঁচে না বেশিদিন, মানে, ঐ শৈশব অবস্থাটা অতি ক্ষণস্থায়ী এখন। সময় গতিকে শিশুরা সব বয়স্ক হয়েই জন্ম নিচ্ছে, দেখতে দেখতে বুড়িয়ে যাচ্ছে — দেহের দিকে নয়, মনের দিক থেকে। ...কল্পলোকের গল্পকথা এখন অচল।' সেদিক থেকে শিবরাম প্রখর আত্মসচেতনতা থেকেই তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যে নিমগ্ন ছিলেন, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে তাঁর সেই সাহিত্যে শুধু যে 'পোলাপান' নিয়েই নয়, তাও তাঁর কথাতেই আবার উঠে এসেছে। জীবনবোধ গড়ে তোলাই যে তাঁর লক্ষ্যে ছিল, সেবিষয়েও তিনি নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। শিশুসাহিত্যের কল্পনাপিয়াসী মনের স্বপ্নরঙিন হাতছানিতে সওয়ার করার চেয়ে বাস্তব জীবনে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রতিই শিবরামের শিশু-সাহিত্যের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেকালের ঈশ্বরমুখী দীক্ষায় যে কৈশোর অতিবাহিত হত, তাই আধুনিকোত্তর পরিসরে 'জীবনবোধের শিক্ষা'য় পরিণত করে তোলার প্রয়াস চলে। সেদিক থেকে সাহিত্যের ভূমিকাকেই শিবরাম স্মরণ করেছেন। তাঁর কথায় 'সাহিত্যই আমাদের তৃতীয় নয়ন তার সাহায্যেই আমরা নিজেকে অপরকে জগতকে যথার্থরূপে দেখতে পাই। সাহিত্যই সেই দৃষ্টি-প্রদীপ। সাহিত্যিকের দায়িত্বও তাই এই মনের চোখ খুলে দেওয়া। হৃদয়কে জাগানো।' সেক্ষেত্রে শিশু-কিশোর সাহিত্যের ভোলানো প্রকৃতিই জাগিয়ে তোলার পরিসরে সবুজ সজীবতা লাভ করে। কল্পলোকের দৃষ্টি ভূলোকের অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। শিবরাম সেই 'সাহিত্যিকের দায়িত্ব'-এর প্রতি যে তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছিলেন, তাও সেই কৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন 'আমিও সেই দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি — আমার সাধ্যমত। কতটা পেরেছি জানিনে, কিন্তু ছোটবেলাতেই যাতে তারা নিজেদের পরিবেশ — সমাজ সংসার মানুষের ধরণধারণ সম্বন্ধে সচেতন হয়, জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে, প্রয়াস পেয়েছি তার। জীবন আর জগতের সব কিছুই তাদের জানাতেই চেয়েছি— যদিও একটু তির্যকভাবে আড় চোখে দেখলে দেখা যায় আরো।' শিবরামের শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'তির্যকভাবে আড় চোখে দেখা'র মূলে আছে তাঁর হাস্যরসের সৃষ্টির প্রয়াস। তাঁর 'পোলাপান'মিশ্রিত সাহিত্যের মূল রসই হাস্যরস। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যকে তিনিই হাস্যরসের আধারে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সেদিক থেকে যা তাঁর মনে 'গিল্টি বোধ'-এ দোষ ছিল, তাই তাঁর প্রকাশগুণে 'গিল্টি' সোনা'র গুণ হয়ে উঠেছে। আবার শুধু খাঁটি সোনাতে অলঙ্কার হয় না, তার সঙ্গে খাদ মেশাতে হয়। সেই খাদকে কেউ ভেজাল মনে করে না। শিবরাম যে সেদিক থেকে সাহিত্যের স্বর্ণকার ছিলেন, সে তাঁর অলঙ্কারের বিপুল জনপ্রিয়তাতেই প্রতিপন্ন। তাঁর সাহিত্যসচেতন শিল্পসত্তাতেই প্রখর শিল্পবোধ । তাঁর কথায়, 'শিশুসাহিত্যই বলুন আর কিশোর সাহিত্যই বলুন, সর্বাগ্রে তাকে সাহিত্যই হতে হবে।' সেদিক থেকে শিবরামের শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বতন্ত্র আবেদন তাঁর বংশানুক্রমে বাঙালিমানসে রসদ জুগিয়ে চলার মধ্যেই প্রতীয়মান। ১৯৭৫-এ তিনি অভিজাত 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছিলেন। তাঁর 'আনন্দবাজার পত্রিকা। দেশ। ১৩৮২' প্রদত্ত মানপত্রে লেখা হয়েছে 'বাংলা সাহিত্যে আপনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান, কল্পনার এক অক্ষয় ভাণ্ডার নিয়ে আপনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন এই শতাব্দীর প্রায় শুরুর দিকে। একদিন যে সব শিশুরা আপনার রচনায় মুগ্ধ হয়েছিল আজ তাদের পুত্র কন্যা এবং পৌত্রীরাও সমানভাবে আপনার সম্পর্কে আকৃষ্ট। তিন পুরুষ ধরে আপনি শিশুদের কাছে রসের কাণ্ডারি। শুধু শিশুদের কাছে নয়। একসময় আপনি দেশাত্মবোধক রচনাতে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। আপনি লিখেছেন বাস্তবধর্মী নাটক। চিন্তামূলক প্রবন্ধ এবং কাব্য রচনাতেও আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য সব কিছু ত্যাগ করে আপনি শিশুদের জন্যেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা সাহিত্য আপনার কাছে ঋণী।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিবরাম সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বে সিরিয়াস সাহিত্যচর্চায় কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক প্রায় সবেতেই লেখনির্ধারণ করেছিলেন এবং পরিচিতিও পেয়েছিলেন। সেই শিবরামই ১৯৩৫ থেকে 'মৌচাক' পত্রিকায় 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' গল্পটির মধ্য দিয়ে হাস্যরসের মাধ্যমে ছোটদের সাহিত্যে মনোনিবেশ করে আর পিছনে ফিরে তাকাননি । শিবরাম চক্রবর্তী হয়ে ওঠেন স্বকৃত বানানে শিব্রাম চক্কোত্তি বা চকরবরতি। আজীবন তিনি ছোটদের পাতে রসদ জুগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রখর সাহিত্যসচেতনতাই তাঁকে হাসির লেখক বলে হাস্যকর করে তোলেনি, হাসির রাজা করে বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছে। অবশ্য হাস্যরসের আধারে তাঁর সাহিত্য সবসময় ছোটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অনেকসময় ছোট-বড়'র পার্থক্য বেমালুম মুছে গেছে।

আসলে শিবরাম হাস্যরসকে মূলধন করে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যকে উপাদেয় করে তুলেছেন। এমনিতে শিশু-কিশোর সাহিত্যে নানাভাবে হাস্যরসের আমদানি করা হয়। সেখানে হাসির বিনোদনী পাঠে শিশু-কিশোরমনের আশুতোষ প্রকৃতি আপনাতেই সজীবতা লাভ করে। শুধু তাই নয়, হাস্যরসেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের আকর্ষণ স্মরণীয় হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে শিবরাম তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যে হাস্যরসেই তার প্রাণের পরশ বয়ে দিয়েছেন। একের পর এক গল্প লিখেছেন, একের এক গল্পের বই পাঠককে উপহার দিয়েছেন। 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'(১৯৩৫), 'শুঁড়ওলা বাবা' (১৯৩৫), 'কাকাবাবুর কাণ্ড' (১৯৩৭), 'কালান্তক লালফিতা' (১৯৩৭),'মন্টুর মাস্টার' (১৯৩৭) প্রভৃতি গল্পের বইয়ের মাঝেই ১৯৩৬-এ গল্পের সিরিজ 'কলকাতার হালচাল'-এ তাঁর অমর চরিত্র তথা আসামের কাঠ ব্যবসায়ী বেহিসাবী বর্ধনভাতৃদ্বয় হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন শিবরাম। পারিবারিক সম্পর্কে তারা কত ভাবেই না প্রকাশমুখর তাঁর গল্প-উপন্যাসে! কাকা (নিকুঞ্জ, কুঞ্জ), বোন (প্রিসিলা, ইতু, বিনি, জবা), মাসি (ডালুমাসি) ছাড়াও পঞ্চানন, মণ্টু, প্রাণকেষ্ট, গোয়েন্দা কঙ্কেকাশি এবং স্বয়ং শিব্রাম, কত বিচিত্র চরিত্র। আবার ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাড়াজাগানো কিশোর উপন্যাস 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। সেটি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় সিনেমা (১৯৫৯) হওয়ায় জনসমাদরে সুপরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে শিবরামের শিশু-কিশোর সাহিত্যের পথ দ্রুততার সঙ্গে জনপ্রিয়তার রাজপথে পরিণত হয়। দেখতে দেখতে তাঁর হাসিখুশির ভাঁড়ারও উপচে ওঠে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যেই শিবরামের পনেরোটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । আবার ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে তাঁর নয়টির মতো গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে। এছাড়া রয়েছে তাঁর বিদেশি গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদের বই। 'টমসয়্যায়ের গল্প' (১৯৩৯), 'এক রোমাঞ্চকর অ্যাডবেঞ্চার' (১৯৪০) প্রভৃতি তার পরিচয়। এভাবে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরেই শিবরামের একাধিক বই বেরিয়েছে। অন্যদিকে বেশকিছু কবিতাও লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য, 'পৃথিবী বানানো', 'জন্মদিনের উপহার', 'রিহার্সাল', 'জমা খরচ', 'কথাশিল্পী', 'খুকুর ভাবনা' প্রভৃতি। সেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও 'শিব্রাম রচনাবলী' থেকে 'শিব্রাম অমনিবাস'-এ স্থান লাভ করেছে। এছাড়া তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যে অসংখ্য নাটকও রয়েছে। ১৯৬৬-তে তাঁর নাট্য-সংকলন 'শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুনাট্য' নামে প্রকাশিত হয। সেগুলির মধ্যে যেমন তাঁরই গল্পের নাট্যরূপ রয়েছে, তেমনই চোদ্দটি নাটকের মধ্যে শেষ তিনটি নাটক 'দেবা ন জানন্তি', 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' ও 'উদ্বাস্তবিক' সম্পর্কে সূচিপত্রে লেখা হয়েছে, 'নেহাৎ ছোটদের জন্য নয়'। শুধু নাটকের ক্ষেত্রেই নয়, গল্প-কবিতার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। আসলে শিবরাম হাসির তুবড়ি ফাটিয়ে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়ে চলতে গিয়ে মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অকাতরে লিখে গিয়েছেন। সেখানে হাস্যরসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বয়সের ছোট-বড়'র ভেদ মুছে গেছে। শুধু তাই নয়, সেগুলি শিশু-কিশোর সাহিত্য, না হাসির গল্প, তা নিয়ে ধন্দের অবকাশ তৈরি হয়। সেদিক থেকে বয়সে নয়, মনের দিক থেকে যারা শিশু রয়েছেন, তারাও তাঁর সে-সবের পাঠক। সেজন্য শিবরাম তাঁর সাহিত্যকে 'আডাল্টটারেটেড' বা মিশ্রিত বলতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্যেই যে সবার মনে আমোদ প্রদান করা ছিল, সেকথাও 'শিব্রাম রচনাবলী'র পাঁচ খণ্ডের প্রতিটি খণ্ডের শিরোনাম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তী স্বয়ং সম্পাদিত সেই রচনাবলির সেই পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'বলে গেছেন উপনিষদ / আরাম নাহি অল্পে। / বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ / শিবরামের গল্পে।' সেই আমুদে প্রকৃতি যেমন তাঁর শিশু-সাহিত্যের গুণ, তেমনই তা দোষেরও বটে। কেননা সব আমোদ যেমন শিশু-কিশোরদের অবোধ্য, তেমনই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অহিতকর। সেদিক থেকে আত্মজীবনীর সূচনাপর্বে তাঁর মানসিক দুর্বলতা প্রকাশের মধ্যেই শিবরামের মহত্তর সাহিত্যবোধেরই পরিচয় উঠে এসেছে বলে মনে হয়।

লেখক:অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের উন্নয়নে বরাদ্দ ২০ কোটি

দেবাশিস দে ● আমতলা

আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থার কথা এলাকার প্রায় সবাই কমবেশি অবগত। এই অবস্থায় আশার বাণী শোনাল রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ, এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অর্থ বরাদ্দের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বলেন এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি। বিগত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় এই রাস্তা মানুষ ও ছোট এবং মাঝারি যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। যার ফলে এলাকায় বহু ক্ষোভ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই রাস্তায় বিগত এক বছর ধরে প্রায় প্রতিনিয়ত ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বহু ছোট ও মাঝারি যানবাহন চালক এই রাস্তা এড়িয়ে চলে। এ সম্পর্কে কয়েক জন টোটো ও অটোরিকশা চালক বলেন, শুধুমাত্র দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার জন্য একান্ত নিরুপায় না হলে আমরা এই রাস্তাকে এড়িয়ে পাড়ার ও গলির রাস্তা ধরে ঘুরপথে গাড়ি নিয়ে চলাচল করি।

যদিও সাধারণভাবে এই রাস্তা এলাকার মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রাস্তা দিয়ে এলাকার বিখ্যাত দেবস্থান বড়কাছারির মন্দির ও জয়রামপুর এর বাবা ধর্মেশ্বর মন্দির দর্শন করতে সারা রাজ্য থেকে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ যাতায়াত করে। স্বাভাবিকভাবেই এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গত এক বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশায় মানুষ খুবই তিতিবিরক্ত। সেই কারণে এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করার খবরে এলাকার মানুষ দৃশ্যতই খুশি। রাস্তার উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে, বিষ্ণুপুর দু'নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেন জানান, চলতি ডিসেম্বর মাসেই এই রাস্তার আমুল সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সমস্ত অফিসিয়াল কার্যবিধি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো জানান, পুরো রাস্তাটার পেপার ব্লক বা সিমেন্টের ইট দিয়ে তৈরি হবে। বিষ্ণুপুর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মজনু শেখ এই সংস্কারের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, এই রাস্তাটি তিনটে ভাগে ভাগ করে তৈরি হবে। প্রথম ভাগে আমতলা মোড় থেকে সিংহীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা ৩০ ফুট চওড়া হবে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে খোলা ড্রেন তৈরি হবে। তার পরের ভাগ সিংহীর মোড় থেকে জয়রামপুর পর্যন্ত ২৫ ফুট চওড়া হবে আর ৫ ফুট করে কভার ড্রেন হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাস্তা ২৫ ফুট করে চওড়া হয়ে বিবিরহাট মোড় পর্যন্ত যাবে। তিনি আরো জানান, আমতলায় পিএইচই এর জলের কাজ চালু থাকার জন্য জন্য আপাতত প্রথম ধাপের কাজটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকবে। পিএইচই এর কাজ সম্পন্ন হলেই প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই অর্থ বরাদ্দের জন্য তিনি সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে, বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক সোমনাথ রায় এই অর্থ বরাদ্দকে আই ওয়াশ বলে মনে করেন। তিনি দাবি করেন, বিগত পুজোর সময় থেকে বিভিন্ন ফ্লেক্স ও ব্যানারের মাধ্যমে শাসক দল এই অর্থ বরাদ্দের কথা প্রচার করে আসছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। রবিবার রাত্রিবেলায় এক বাইক চালক সিংহীর মোড়ের কাছে এই বেহাল রাস্তার কারণে রাস্তা উপর পড়ে যান। এর ফলে ওই বাইক আরোহীর সঙ্গে থাকা এক শিশুর হাত ভাঙে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, আমি সোমবার সকালে এসপির কাছে এই বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে একটা মেইল করেছি। দেখা যাক কি হয়। আমরা দলমত নির্বিশেষে চাই এই রাস্তা অবিলম্বে সারাই করা হোক।

ইউপিএসসিতে দেশে প্রথম স্থান বাঙালি ছাত্রের

নবান্নর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছাল হিরাপুর থানার পুলিশ

বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

ইউপিএসসির পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছেন আসানসোলের সিঙ্গন স্নিগ্ধ অধিকারী। আসানসোলের এই কৃতিকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিতে রবিবার রাতে আসানসোলের ইসমাইলের মাদার টেরিজা সরণিতে সিঙ্গনের বাড়িতে এলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (হিরাপুর) ঈপ্সিতা দত্ত। তার সঙ্গে ছিলেন সার্কেল ইন্সপেক্টর অশোক সিনহা মহাপাত্র, হিরাপুর থানার অফিসার অজিত কুণ্ডু ও টাউন অফিসার রাজেশ ভট্টাচার্য। নবান্ন থেকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা, পুষ্পস্তবক ও মিষ্টির প্যাকেট সিঙ্গনের হাতে তুলে দেন এসিপি সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এসিপি সিঙ্গনকে মিষ্টি খাওয়ান এবং তার পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা বার্তা দেন। সেই সময় সিঙ্গনের সঙ্গে ছিলেন তার বাবা প্রদীপ অধিকারী ও মা সুজাতা অধিকারী।

এসিপি ঈপ্সিতা দত্ত বলেন, সিঙ্গন স্নিগ্ধ অধিকারীর এই কৃতিত্ব অবশ্যই খুব গর্বের। তার বাড়ি হিরাপুর থানা এলাকা। তার এই সাফল্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরাও ব্যক্তিগতভাবে এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। আমরা চাই তিনি সুস্থ থাকুন ও আগামী দিনে তিনি তার কর্মক্ষেত্রে আরো ভালো কাজ করে দেশকে গর্বিত করুন। উল্লেখ্য প্রশাসনের মাধ্যমে সিঙ্গনকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা বাংলা হরফে লেখা।

Kamalchak Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No: 93. Date - 22/05/1928
Vill: Kamalchak. P.O. - Jibanpur, Thana: Ranitala, District: Murshidabad

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং 744 dated 25.07.2024 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং 25.01.2025 তারিখ বেলা ১২ টায় Kamalchak SKUs Ltd. -এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা১২ টা	Sri Ratan Kumar Mandal, Manager, Kamalchak SKUS Ltd.
২.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা	১১/১২/২০২৪- ২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Ratan Kumar Mandal, Manager, Kamalchak SKUS Ltd.
৩.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী	২৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Souvik Samanta A.R.O Kamalchak SKUS Ltd.
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Ratan Kumar Mandal, Manager, Kamalchak SKUS Ltd.
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি Distribution of nomination papers	২৮/১২/২০২৪- ২৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ Filing of nomination papers	২৯/১২/২০২৪- ৩০/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers	০২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	Sri Souvik Samanta A.R.O Kamalchak SKUS Ltd.
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination	০২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	ঐ
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার Withdrawal of Candidature	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	Sri Ratan Kumar Mandal, Manager, Kamalchak SKUS Ltd.
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩.৩০ টা	Sri Souvik Samanta A.R.O Kamalchak SKUS Ltd.
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন Distribution of symbols (if required)	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৪ টা	ঐ
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll	২৪/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	পরে জানা যাবে
১৩.	ভোট গণনা Counting of Votes	২৫/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	পরে জানা যাবে
১৪.	ফল ঘোষণা Declaration of Result	২৫/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট গননা শেষ হওয়ার পরেই	Sri Souvik Samanta A.R.O Kamalchak SKUS Ltd.

ক) পরিচালকমন্ডলীর ০৬ (ছয়) টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এরমধ্যে ২(দুই) টি আসন মহিলা সদস্যাদের জন্য ও ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বৎসর হইতে হইবে। গ) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন U/S ৩২ (২), (৫) with Provisio: (৬) Sa), (b), (৭) and (৮) U / S ১৩৪ C (১০) (a), (b) and (১২) (c) of WBCS Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

স্বাক্ষর - শৌভিক সামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
কামালচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SREI
PUBLIC NOTICE
SURRENDER OF CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRATION AS MERCHANT BANKER BY SREI CAPITAL MARKETS LIMITED

We, Srei Capital Markets Limited are registered with SEBI as Merchant Banker and our Permanent Registration no. INM000003762.

Notice is hereby given that we are surrendering our Certificate of Permanent Registration (Registration no. INM000003762) as Merchant Banker to SEBI.

Any person desirous of providing objections in respect to the said Surrender should send their objections within thirty days from the date of this notice to:

Srei Capital Markets Limited
'Vishwakarma'
86C, Topsia Road (South)
Kolkata - 700046, West Bengal
Kind Attention: Mr. Vishnu Gopal Agarwal, Director
Email: capital@srei.com

For Srei Capital Markets Limited
s/d
Samita Lahiri
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : December 16, 2024

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/186 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**বাথ সলিউশন (ঋণগ্রহীতা)** ৭০০ যশোর রোড, নাগের বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, আইএসএল হসপিটালের নিকট, কলকাত, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮, **ইমেল আইডি :** bathsolution21@gmail.com **মোবাইল নং :** ৯৮৩৬৬২৮৩৮৩	২.	**শ্রী রাম কিশোর বিনানি (প্রয়াত) (সহ ঋণগ্রহীতা ১/ বন্ধকদাতা ১)**, ৭০০ যশোর রোড, নাগের বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, আইএসএল হসপিটালের নিকট, কলকাত, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮, **ইমেল আইডি :** bathsolution21@gmail.com, **মোবাইল নং :** ৯৮৩৬৬২৮৩৮৩
৩.	**শ্রীমতি শীতল বিনানি, (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২)**, ৭০০ যশোর রোড, নাগের বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, আইএসএল হসপিটালের নিকট, কলকাত, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮, **ইমেল আইডি :** bathsolution21@gmail.com, **মোবাইল নং :** ৯৮৩৬৬২৮৩৮৩		

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ ০০০১০৯১৪
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট উল্লেখ্য নং ৪সি, পরিমাণ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৫মতলে, দক্ষিণ -পশ্চিম মুখী "আশীর্বাদ" নাম পরিচিত ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা, ৪ ছটাক ১০ বর্গফুট , সিএস দাগ নং ১১১৮, এবং ১১২০, আরএস দাগ নং ৩৫৪৬ এবং ৩৫৪৮, এলআর দাগ নং ৩৫৪৯ এবং ৩৫৫০, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৭৮ এবং ৬২০, জেএল নং ২০, আরএস নং ১৫৪, তৌজি নং ১৮২, মৌজা সাতগাছি, থানা দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর হোল্ডিং নং ২৮১ এবং প্রেমিসেস নং ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, কলকাতা ৭০০০২৮, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৫, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন।"
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ" হিসেবে উল্লিখিত)।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৩.০১.২০২৪** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **০৬.০২.২০২৪** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর **২৪,৭৬,৪৭৮/- (চব্বিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার চারশ আটাত্তর টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **২৭,৪২,৮২৬/- (সাতাশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/186 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**ছাপ্পান ভোগ (ঋণগ্রহীতা)** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, একতলা, শপ নং এসআর৬এ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭। ইমেল আইডি : chhappanbhog@hotmail.com	২.	**রশ্মি সরাফ (সহ ঋণগ্রহীতা)** ৪র্থ তল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯। ইমেল আইডি : chhappanbhog@hotmail.com
৩.	**রাঘব সরাফ (সহ ঋণগ্রহীতা ২)**, ৪র্থতল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯। ইমেল আইডি : chhappanbhog@hotmail.com		

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ০০০১০৯১৪
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭, বিল্ট এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট
২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২/৮ শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।
৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৯, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।"
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ")।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৮.০৬.২০২৪** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **২৫.০৬.২০২৪** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর **২,০৭,৩৩,১৯৮/- (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **১,৮৫,২৯,৪২৯/- (এক কোটি পঁচাশি লাখ উনত্রিশ হাজার চারশ উনত্রিশ টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/178 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**ক্রিয়েটিভ স্ক্রিন প্রিনিটিং (ঋণগ্রহীতা)** ৬ হাতিয়ারা রোড, জ্যাঙ্গরা কালীতলা, বাগুইআটি, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯। ইমেল আইডি : SAMIRGHOSH201812@GMAIL.COM	২.	**মুনমুন ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ১)** ই ই ২, জ্যাঙ্গরা কালীতলা রাজারহাট গোপালপুর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯। ইমেল আইডি : SAMIRGHOSH201812@GMAIL.COM
৩.	**সমীর ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ২)** ই ই ২, জ্যাঙ্গরা কালীতলা রাজারহাট গোপালপুর , উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯ ইমেল আইডি : SAMIRGHOSH201812@GMAIL.COM		

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ০০০০১৯৬২
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ই/ই-২, জ্যাঙ্গরা, কালীতলা, রাজারহাট, গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯ এবং একটি কার পার্কিং স্পেস সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৬৪৩ বর্গফুট"।
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ")।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৬.০৫.২০২৩** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **২২.০৬.২০২৩** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর **২৪,০২,৫২৬/- (চব্বিশ লাখ দুই হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **২৯,৫০,৬৭০/- (উনত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার ছশো সত্তর টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/177 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**সেন্টু সাহা (ঋণগ্রহীতা)** ৭ ডি, বিজয় নগর নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩১৬৫। ইমেল -আইডি : sahasentu789@gmail.com	২.	**গৌরী সাহা (সহ ঋণগ্রহীতা ১)** ডি, বিজয় নগর নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩১৬৫। ইমেল -আইডি : sahasentu789@gmail.com

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ০০০০০৮৩৯
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"সংশ্লিষ্ট সকল অংশ হোল্ডিং নং ১২৯৩/১ (কর অনুযায়ী), ৭ডি, বিজয়নগর, কালীতলা রোড (স্থান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং ১৯, নৈহাটি পুরসভা অধীন, থানা এবং পো : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩১৬৫, মৌজা : নৈহাটি, দাগ নং ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং ১০৮৯৮"।
(পরবর্তীতে " স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ")।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৪.১২.২০২১** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **০৭.১২.২০২৩** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬/- **(চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **৩৭,৩৫,৯০১/- (সাঁয়ত্রিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো এক টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/176 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**এম এস মাঙ্গলিক (ঋণগ্রহীতা)** সালেপুর পশ্চিম , পদ্মপুকুর পো এবং থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল আইডি : ARKOBANERJEE1993@GMAIL.COM	২.	**কাকলি ব্যানার্জি (সহ ঋণগ্রহীতা ১),** কুলপি রোড, হরিসভা বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্যান্টালুনস এর বিপরীতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল আইডি : ARKOBANERJEE1993@GMAIL.COM
৩.	**অঞ্জন কুমার ব্যানার্জি (সহ ঋণগ্রহীতা ২),** কুলপি রোড, হরিসভা বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্যান্টালুনস এর বিপরীতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল আইডি : ARKOBANERJEE1993@GMAIL.COM	৪.	**অর্ক ব্যানার্জি (সহ ঋণগ্রহীতা ২),** কুলপি রোড, হরিসভা বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্যান্টালুনস এর বিপরীতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল আইডি : ARKOBANERJEE1993@GMAIL.COM

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ ০০০০১২৮৮
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ৪ ছটাক ১৩ বর্গ ফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ , দাগ নং ১৪৫, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪, জেএল নং ৩৩, আরএস নং ৭৬, তৌজি নং ২৬৮, মৌজা : সালিপুর, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।"
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ" হিসেবে উল্লিখিত) ।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৩.১১.২০২২** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **২২.১২.২০২২** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর **১,৩৩,৫৮,৮৪৫/- (এক কোটি তেত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার আটশ পঁয়তাল্লিশ টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **১,৬৩,৮৬,৪৭১/- (এক কোটি তেষট্টি লাখ ছিয়াশি হাজার চারশ একাত্তর টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/185 তারিখ : ০৯.১২.২০২৪

১.	**এন ডি মার্বেল (ঋণগ্রহীতা)** ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০। ইমেল আইডি : NDMARBLEKOLKATA@GMAIL.COM	২.	**নরেন্দ্র নাথ দাস (সহ ঋণগ্রহীতা ১)** ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০। ইমেল আইডি : NDMARBLEKOLKATA@GMAIL.COM
৩.	**আদ্যাত্য দাস, (সহ ঋণগ্রহীতা ২)** ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০। ইমেল আইডি : newndmarble@gmail.com	৪.	**তনুশ্রী দাস, (সহ ঋণগ্রহীতা ৩)** ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০। ইমেল আইডি : NDMARBLE@GMAIL.COM
৫.	**মেসার্স নিউ এনডি মার্বেল (সহ ঋণগ্রহীতা ৪)** ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০। ইমেল আইডি : newndmarble@gmail.com		

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ ০০০০০৯৪৪
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ৩০ দিনের নোটিশ :
"১. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ০৩ ছটাক এভং ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত একটি টালির শেড পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, জেএল নং ২, মৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড নামে পরিচিত, পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।
২. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড কাঠামো পরিমাণ আনুমানিক ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ০২ ছটাক এবং ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত একটি টালির শেড কাঠামো পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা এবং থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর অনুযায়ী) পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।
৩. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ০৮ ছটাক ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯(অংশ), এবং ৯৯৭, খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২, মৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুর প্রেমিসেস নং ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড (কর রসিদ অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।"
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ" হিসেবে উল্লিখিত)।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৩.০৬.২০২৪** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **২৫.০৬.২০২৪** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর **২,৩৩,৫২,৩৫৭/- (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **২,৩৩,৮৯, ৯৬২/- (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার নশো বাষট্টি টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল/আরপিএডি মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ

AFL/CO/2024-25/Legal/Dec/182 তারিখ : ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

১.	**ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** ই-১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান , পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২। ইমেল আইডি : CHHABIGHOSH8@GMAIL.COM	২.	**ঋষিতা নন্দী (সহ ঋণগ্রহীতা ১)** ই-১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২। ইমেল আইডি : RISHITANANDYDGP@GMAIL.COM

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ০০০০৪৯৭৩
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ৩০ দিনের নোটিশ :
"বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে 'নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট', প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৭৫,ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা: সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১,সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন"।
(পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ")।

মহাশয়/মহাশয়া
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ৪ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, **০৩.০২.২০২৪** তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **২৭.০২.২০২৪** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর ৪৪,৩১,৩৮৭/- **(চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা)** বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর **২৯,০৬,১২০/- (উনত্রিশ লাখ ছয় হাজার একশ কুড়ি টাকা)** প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া , বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং **৫ ডিসেম্বর ২০২৪** পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
NICCO PARKS
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:- কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ)-র ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি/অদাবিকৃত আছে সাত বা তার বেশি বছর ধরে।

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস") সঙ্গে পঠিতব্য এবং যা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত যার বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও লভ্যাংশ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত থাকে, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("অথরিটি")-তে যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

কোম্পানির সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে, যারা তাদের লভ্যাংশ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্থিক বর্ষ ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত আইইপিএফ আইন অনুযায়ী তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের আক্ষরিক স্বাক্ষর সহ দাবি করুন লভ্যাংশ লিখিতভাবে যেখানে উল্লেখ থাকবে ফোলিও নং(সমূহ) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(সমূহ) এবং জমা করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট। ওই আবেদনে সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, আধার কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল করা চেক। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা এবং তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশের প্রাসঙ্গিক বিশদ বিবরণ, কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.niccoparks.com -তে পাওয়া যাচ্ছে।

আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী, যদি লভ্যাংশ সম্পর্কিত কোনও দাবি ১৮ মার্চ, ২০২৫-এর আগে জমা না করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারগুলি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এই বিষয়ে আর কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। শেয়ারগুলি ট্র্যান্সফারের পর সভ্যগণ ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আধিকারিকদের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন। বিশদের জন্য উপরে বর্ণিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে যোগাযোগ করুন (০৩৩)-৬৬২৮৫৫২৮/১৮ অথবা মেল করুন- rahul@niccoparks.com/ ankit@niccoparks.com কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট:- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি পূর্বতন, বেলতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ- (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ই-মেল- info@rdinfotech.net

সভ্যগণকে এই সম্পর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবি করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬.১২.২০২৪

গোঘাটে নকল কীটনাশক বিক্রির অভিযোগ, চাঞ্চল্য আলু চাষি মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার আলু চাষের জন্য ব্যবহৃত নকল ওষুধ বিক্রি করার অভিযোগ উঠল এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। যদিও ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ব্লকের কুমুড়শা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলেপুর গ্রামে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আলু চাষি সহ এলাকার মানুষ। এই অসাধু কাজের কিনারা করার জন্য গোঘাট কৃষি দপ্তরে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। ধুলেপুর এলাকার রাস্তার পাশেই একটি সার বিক্রির দোকান রয়েছে এবং দোকানটি চালায় জগন্নাথ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, ওই দোকানের মালিক নাকি কোম্পানির লোগো নেই এমন ওষুধ বিক্রি করছেন। সেই ওষুধ আলু চাষ সহ ফসলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে ক্ষতি হতে পারে। অথচ কোম্পানির নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা হচ্ছে সেই নকল ওষুধ বলে অভিযোগ। ওই এলাকার এক চাষি ওষুধ কেনার পর দেখেন কোম্পানির নির্দিষ্ট কোনও লোগো নেই। এই বিষয়টি বলতে গেলে ওই দোকানদার জানায়, কোম্পানি লোগো তুলে দিয়েছে। ক্রেতার নাম সত্যনারায়ণ মণ্ডল। থাকেন আরামবাগ পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডে এবং পৈত্রিক বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে। এই বিষয়ে তিনি বলেন, আমি একজন দোকানদার। ধুলেপুরের গীতা কৃষি ঘর থেকে আলুর ওষুধ বিক্রির জন্য তিন বাক্স কিনেছিলাম। তারপর চাষিদের বিক্রয় করি। এমন কি সেই ওষুধ নিয়ে সন্ধিপুরে ডেলিভারি করি এবং চাষিরা আমাকে বলে আলুর জন্য ব্যবহৃত ওষুধটা নকল। উনার গোডাউনে গিয়ে দেখি যে দুইটি ওষুধ আছে তার মধ্যে একটি আইএসআই লোগো আছে, আরেকটিতে নেই। যে ওষুধে লোগো নেই সেই ওষুধ আমাকে দিয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে ক্রেতা সত্যনারায়ণ মণ্ডল তিনি লিখিত একটি অভিযোগ পত্র দিয়েছেন গোঘাট ১ নং এডিআইকে। সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার কিষান খেত মুজদুর ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নিয়াজুল। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা বলেন, আমরা চাষিদের পাশে আছি। নকল ওষুধ যদি বিক্রি করা হয় তাহলে তা বরদাস্ত করা হবে না। প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাতের অন্ধকারে প্রায় ৪২ বিঘা জমিতে বিষ মিশিয়ে ফসল নষ্টের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় ৪২ বিঘা জমিতে বিষ মিশিয়ে ফসলে ক্ষতি করল দুষ্কৃতীরা। সোমবার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর গ্রামে। ক্ষিপ্ত চাষিরা জমিতে দাঁড়িয়েই বিক্ষোভ দেখান। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকান্তপুর এলাকায় তদন্তে পৌঁছয় হবিবপুর থানার পুলিশ। প্রায় এক ডজন চাষি নিজেদের জমির ক্ষতির বিষয়টি নিয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাধাকান্তপুর গ্রামে জগন্নাথপুর, রামকৃষ্ণপুর এলাকার ১২ থেকে ১৪ জন চাষি, সরিষা, পালং, ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ শুরু করেছিলেন। ওইসব চাষিদের প্রায় ৪২ বিঘা জমিতেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা বিষ মিশিয়ে ক্ষতি করেছে বলে অভিযোগ। রাধাকান্তপুর গ্রামের চাষি বলরাম হাজরা, বিপ্লব মণ্ডল বলেন, আমরা পাঁচ বিঘা জমিতে সরিষা, বেগুন, ফুলকপি চাষ করেছিলাম। ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা জমিতে বিষ মিশিয়ে সমস্ত ফসল, সবজি নষ্ট করে দিয়েছে। এত বিপুল টাকার ক্ষতি কিভাবে সামলাবো কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক নরেশ হাজরা, কুমারেশ হাজরা, দিলীপ সরকার, সুরজিৎ হাজরারা একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন হবিবপুর থানায়। যদিও পুরো ঘটনার বিষয় নিয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ তদন্ত নেমেছে।

কৃষকদের অভিযোগ, বেশ কয়েকজন মিলে তাদের জমির ফসল নষ্ট করেছে। ৪২ বিঘা জমিতে সরিষা ও মটরশুটি সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি লাগানো ছিল। তার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা তা জানানো হয়েছে অভিযোগে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ১৩০০ বিঘার ওপর একটি সরকারি ফরেস্ট রয়েছে। সেই ফরেস্টের গাছ কেটে চুরি করছে দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। আর তারপরেই এভাবেই এক ডজনেরও বেশি কৃষকদের জমিতে বিষ মিশিয়ে ক্ষতি করা হয়েছে।

তৃণমূল পরিচালিত মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রমিলা বেসরা জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ব্লক প্রশাসনকে আবেদন করেছি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা ক্ষতিপূরণ পান। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সাপের আতঙ্কে বাড়ছে গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গ্রাম জুড়ে সাপের আতঙ্ক তাড়া করে বেরাচ্ছে গ্রামের মানুষদের। পুরো গ্রামটাই যেন সাপের আঁতুড় ঘর। গত কয়েক দিনে গ্রামের বেশ কয়েকজন সাপের কামড়ে আক্রান্ত। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার কচুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিলা গ্রামের। গত বছর বর্ষার পর সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল একটি শিশু সহ দুইজন। এবছর আরও একজনের সাপের কামড়ের মৃত্যু হয়েছে। সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয় ১০-১২ জন। মাঝে মাঝেই এলাকার মানুষের নজরে দেখা মিলছে বিষধর সাপের। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে বাড়ির বাইরে বের হতে

ভয় পাচ্ছেন গোবিলা গ্রামের সাধারণ মানুষ। যা রীতিমতো আতঙ্ক গ্রাস করেছে গোটা গ্রামকে। এলাকার মানুষ যেন সব সময় বিষধর সাপের চাপা আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সাপ ধরে বনদপ্তরের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে। সাপের আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাই মূল লক্ষ্য গ্রামের মানুষের।

এই ঘটনায় বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ বুলবুল ইসলাম জানান, এলাকার মানুষদের সাপের কামড়ালে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আলোর ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বনদপ্তরের দাবি টানা বর্ষণের কারণে একদিকে নষ্ট হয়েছে তাদের খাবার, অন্যদিকে নষ্ট হয়েছে বাসস্থান তাই আশ্রয় এবং খাবারের খোঁজে লোকালয়ে সাপের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে ছোট সুজাপুর এলাকায় ওই দুই অভিযুক্তকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিল। সেই সময় পুলিশের টহলদারিতেই দুইজনকে দেখে সন্দেহ হয়। তাদের জেরা করতেই বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ আজিম শেখ এবং জাক্কর আলি। এদের বাড়ি সুজাপুর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, তিনটি পাইপ গান এবং তিনটি কার্তুজ। সোমবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্তি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) ১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স আর কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারি : শ্রী শেখ রফিক,** গ্রাম এবং পোস্ট - নাজরা, থানা - উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৫ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **মেসার্স আর কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী শেখ রফিক** গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৫। ২. **শ্রী শেখ রফিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, স্বত্বাধিকারী)** পিতা শ্রী আমিন শেখ, গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৫। ৩. **শ্রীমতি শেখ শাহানা (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী শেখ রফিক, গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৫। **খ) উস্তি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৬৫ ১/২ শতক জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন পাকা শেড পরিমাণ ১৩৮০ বর্গফুট এবং অ্যাসবেস্টস শেড পরিমাণ ৭৬৫ বর্গফুট , দাগ নং ৩০৫০, খতিয়ান নং ৬০৪, মৌজা : নজরা, জেএল নং ৯৭, তৌজি নং ১৫৫, পরগনা : মুড়াগাছা, গ্রাম : নজরা, উস্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উস্তি, ডিআরও : আলিপুর, এসআরও : উস্তি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,, রফিক শেখ, পিতা আমিন শেখ এর নামে , রেজি. তারিখ ২৮.০১.২০০০, এসআর উস্তি, নথিভুক্ত বুক নং ১ ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৯১ থেকে ৯৪, দলিল নং ২০৩ -২০০০ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মীর সালেমের সম্পত্তি, ;দক্ষিণে : শেখ রফিক এর সম্পত্তি (পুকুর); পূর্বে : আবদুল ফাহের এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মোরসালিমের সম্পত্তি।	**১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) ১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২২,৮১,০০০.০০ টাকা (*) (বাইশ লাখ একাশি হাজার টাকা) খ) ২,২৮,১০০.০০ টাকা (দুই লাখ আঠাশ হাজার একশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB7007184536 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৩.১২.২০২৪ থেকে ২১.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (শাখায়)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ১২.১২.২০২৪/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারি : শ্রী সোমনাথ রাজ,** গ্রাম - মোহনপুর, পো. আর্যপাড়া, থানা - নোদাখালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রী সোমনাথ রাজ,** গ্রাম : মোহনপুর, পো : আর্যপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। ২. **শ্রী সোমনাথ রাজ (ঋণগ্রহীতা , জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো : আর্যপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। ৩. **শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা রাজ (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো : আর্যপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। ৪. **শ্রীমতি পদ্মা রাজ (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো : আর্যপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি৬.৬০ শতক, অবস্থিত মৌজা : বারোয়া গ্রাম, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খ তিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫, বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, তারিখ ১৩.০৩.২০১৫, **শ্রী সোমনাথ রাজ পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি; দক্ষিণে : শতক ভূষণ রাজের শালি জমি; পূর্বে: সোমনাথ রাজের পুকুর, পশ্চিমে সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ২৮ শতক, অবস্থিত মৌজা : বারোয়া,গ্রাম, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খ তিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮-২০১৪ সালের, **শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি;দক্ষিণে : যতন প্রামাণিকের শালি জমি; পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : অলোক মন্ডলের বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৬০,২৭,০০০.০০ টাকা (*) (যাট লাখ সাতাশ হাজার টাকা) খ) ৬,০২,৭০০.০০ টাকা (ছয় লাখ দুই হাজার সাতশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50331761900A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.১২.২০২৪ থেকে ২১.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (শাখায়)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ১৩.১২.২০২৪/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই বহরমপুর শাখা কোড:-০০০৩৪
১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পি.ও-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১। ই-মেল: sbi.00034@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি **২০.১২.২০২৪ (শুক্রবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ -তে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	**মডেল এবং তৈরি:** মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিঃ, MAHINDRA XUV300 W8O PM BS 6MT, **রেজিঃ নং.:** WB58CA4576, **রেজিঃ তারিখ:** ০৮.০১.২০২৪, **ইঞ্জিন নং** NPPZC74293, **চেসিস নং:** MA1NM2NP1P2C65169, **মালিকের নাম: তোফেজা বিবি**	**১৮.১২.২০২৪ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে**	**২০২৩**	**১০০০.০০ টাকা**	**৮,৪২,০০০.০০ টাকা**

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **''এসবিআই, বহরমপুর শাখা'' -র অনুকূলে ১৯.১২.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩:০০টা** পর্যন্ত নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। ''**এসবিআই, বহরমপুর শাখা**'' বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ১৭.১২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩
ফোন নং:(০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে। এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	শ্রীমতী মনজিত কৌর, স্বামী- জগবন্ত সিং, ৫০১, কস্তুরী হাউজিং, জিটি রোড, মহেশ্বর, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পঃবঃ - ৭১২২০২ এবং শ্রী জগবন্ত সিং, পিতা-শ্রী অমৃত পাল সিং, ৫০১, কস্তুরি হাউজিং, জিটি রোড, মহেশ্বর, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পঃবঃ - ৭১২২০২। শাখা: **শেওড়াফুলী**	**০৩.০৫.২০২৪ এবং ১৬.১২.২০২৪**	৯,৯৫,৮১৭.০০/- টাকা (নয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশো সতেরো টাকা মাত্র) ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৪.০৫.২০২৪ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে, তার উপর চার্জ এবং খরচ সহ।	গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট নামক বিল্ডিং-এর প্রথম তলায় কমবেশি ৭০০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ এলাকা) এবং ৫৬০ বর্গফুট (আচ্ছাদিত এলাকা) পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং জি১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- ৫৬ খাসবাগান লেন এবং থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, শ্রীরামপুর পৌরসভার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মৌজায় গঠিত, জেএল নং ১৩, আরএস দাগ নং ৮১৩০ আরএস খতিয়ান নং ২৬৪৩, ২৬৬৪, এলআর দাগ নং ৮৩৮৪ এলআর খতিয়ান নং ৯৮৬/১, ৯৯৫৬/৪, ৭৪৩২/১, ২৯২৯৮, ২৯২৯৯ এবং ২৯৩০০, ২০১৮ সালের এডিএসআর শ্রীরামপুরে নিবন্ধিত শ্রীমতী মনজিত কৌরের নামে দলিল নং ৩৯৫৯, বই নং- আই, ভলিউম নং ০৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ১০৩২৭১ থেকে ১০৩৩১৮ পর্যন্ত।

তারিখ: ১৬.১২.২০২৪, **স্থান:** শ্রীরামপুর — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ **sbi.14817@sbi.co.in,** মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২৭.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **০২.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা - শ্রীমতী প্রীতি সাহা**-র কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৯.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৯৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ফ্ল্যাট নং সি, ৫৪১ বর্গফুট, এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ)একতলায় 'প্রিতম অ্যাপার্টমেন্ট', উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড,ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পুরসভা, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি : বাস্তু।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **২২,১৩,৯৪৫.৮৪ টাকা (বাইশ লাখ তেরো হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) ০৭.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **শ্রীমতী সাবানা পারভিন (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা) এবং শ্রীমতী রিজিয়া বিবি (জামিনদাতা)** কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **সম্পত্তি নং ১) ১১.১১ লাখ টাকা ২) ১২.৭৫ লাখ টাকা** এবং বায়না জমা **১) ১,১১,১০০.০০ টাকা ২) ১,২৭,৫০০.০০ টাকা** যথাক্রমে। ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১. জমির প্লট বাণিজ্যিক ভবন সহ অবস্থিত চাপাতারা, পো : সেন্দ্রা, থানা : বাঁকুড়া, মৌজা : চাপাতারা, জেএল নং ২৫৬, এলআর প্লট নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৬০২, বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫,মোট জমি ২৬ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৩৩৫৯-২০২০ সালের, ক্রেতাকে হস্তান্তর করা যাবে না বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী)।
২. প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত : চাপাতারা, পো : সেন্দ্রা, থানা : বাঁকুড়া, মৌজা : চাপাতারা, জেএল নং ২৫৬, এলআর প্লট নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৬০২, বিকানা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা ০৯.০৬.২০১৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **শ্রীমতী প্রিয়াংকা দে**-কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৫.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পঞ্চমতলে, রিদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, হোল্ডিং নং ৪১/সি, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পুরসভা, এবং থানা শ্রীরামপুর পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট এবং দক্ষিণ দিকের চলার পথ ব্যবহারের অধিকার সহ। সম্পত্তি শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা দে, এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩-২০১৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৭.১২.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

তিন দিনে খেলা হয়েছে ১৩৪ ওভার

ভারতকে লজ্জায় ফেলার ছক তৈরি অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন দিনে যেখানে ২৭০ ওভার খেলা হওয়া উচিত সেখানে মাত্র ১৩৪ ওভার খেলা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে এই তিন দিনে অর্ধেক ওভার খেলা হয়নি। পুরো ওভারের খেলা না-হলেও ভারতকে লজ্জায় ফেলার ছক তৈরি অস্ট্রেলিয়ার। তাদের প্রথম লক্ষ্য ভারতকে ফলো-অন করানো।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রথম কাজ হবে ভারতের বাকি ছয় উইকেট ফেলা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করতে হবে। আমরা ভারতকে ফলো-অন করাতে চাইছি।

ব্রিসবেনে বাকি দু'দিনও বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ, বাকি ১৮০ ওভারের খেলা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। অস্ট্রেলিয়া জানে, এই টেস্টে চারটি ইনিংস হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই তিন ইনিংসেই খেলা শেষ করতে চাইছে তারা। মার্শ বলেন, এই টেস্টে চারটে ইনিংস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনটে ইনিংসেই জিততে হবে। তার জন্য ভারতকে যত কম রানে সম্ভব অল আউট করতে হবে। তার পরেই আমরা ওদের দ্বিতীয় ইনিংসের কথা ভাবব।

প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৪৪৫ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। ট্রেভিস হেড ১৫২ ও স্টিভ স্মিথ ১০১ রান করেছেন। ভারতের বোলারদের মধ্যে একমাত্র নজর কেড়েছেন যশপ্রীত বুমরা। ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। জবাব ভারতীয় ব্যাটারেরা সমস্যায় পড়েছেন। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ রান পাননি। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ৪ উইকেটে ৫১। এখনও অস্ট্রেলিয়ার থেকে ৩৯৪ রান পিছনে রয়েছে ভারত। ফলে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামার সময় চাপে থাকবেন রোহিত শর্মারা।

এদিকে এ বার অস্ট্রেলিয়া সিরিজসে এখনও পর্যন্ত বাকি ভারতীয় পেসারেরা ১৯টি উইকেট পেয়েছেন। সেখানে যশপ্রীত বুমরা একাই ১৮টি উইকেট পেয়েছেন। মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা বা আকাশ দীপেরা প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছেন না। গত বারের সিরাজকে এ বার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুমরার মতে, বাকিদের সময় দিতে হবে। কারণ দলটা একটা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

পার্থের পর ব্রিসবেনেও ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন বুমরা। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ছয় উইকেট পেয়েছেন তিনি। বুমরার স্পেল শেষ হলেই বাকিরা অস্ট্রেলিয়ার উইকেট তুলতে গিয়ে চাপে পড়ছেন। বিপক্ষও সেই সুযোগে যতটা পারছে রান বাড়িয়ে নিচ্ছে।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষের পর বুমরা বলেছেন, ন্দলে আমরা একে অপরের দিকে আঙুল তুলি না। এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, ও সব বলে চাপে ফেলি না। বোলিং বিভাগ একটা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমি ওদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি। ওরা আরও ভাল বল করবে।

বুমরা আরও বলেছেন, দলে ১১ জন ক্রিকেটার রয়েছে। আমি কখনও ভাবি না সব আমাদেরই করতে হবে। আবারও বলছি, এটা নতুন দল। একটা নতুন যাত্রা শুরু করেছি। সবাইকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। নিজেকেই নিজের উন্নতি শিখতে হবে।

ব্রিসবেনে সবচেয়ে ছন্দহীন লেগেছে সিরাজকে। তাঁর বোলিং খেলতে অস্ট্রেলিয়ানদের একটুও সমস্যা হয়নি। যদিও সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে বুমরা বলেছেন, আমাদের মধ্যে কথা হয়। এই ম্যাচের আগে ও ভালই বল করেছে। হালকা চোট নিয়েও বল করে গিয়েছে। ওর লড়াকু মানসিকতা দলের সবার পছন্দ। কখনও আপনি ভাল করবেন কখনও খারাপ। আমি ওকে বলেছি নিজেকে শান্ত রাখতে।

'ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং টিউসডে' উদ্যোগের সূচনায় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য ১৭ ডিসেম্বর নতুন দিল্লিতে 'ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং-টিউসডে' উদ্যোগের সূচনা করবেন। একই দিনে কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এসএআই) আঞ্চলিক কেন্দ্রে সাইক্লিং ইভেন্টের আয়োজন করা হবে।

কলকাতার এই ইভেন্টে প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং অলিম্পিয়ান সঞ্জয় কুমার রাই, সুস্মিতা সিংহ রায় নেতৃত্ব দেবেন। সকাল সাইয়ের মেইন গেট থেকে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং জয় রাইড করে সেন্ট্রাল পার্কের চারপাশে ঘুরবেন এবং এরপর সাইয়ের মেইন গেটে ফিরে আসবেন। এই অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা অ্যাথলিটদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে অন্যান্য ফিটনেস উৎসাহী এবং ক্রীড়া প্রেমীদেরও। আর এই তালিকায় থাকছেন হিমাশ্রী রায়ও।

পরিবহণ মাধ্যমে হিসেবে সাইকেল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তা তুলে ধরতেই এদিনের এই উদ্যোগ। শুধু তাই নয়, এটি ব্যায়ামের একটি রূপও বটে। আর এই বার্তা দিতেই অংশগ্রহণকারীরা সাই সেন্টার থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসবেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই) এমওয়াই ভারত, এসএআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র (এনসিওই), খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র (কেআইসি) এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করছে।

আমার দেশ / আমার দুনিয়া

আজই সংসদে পেশ হতে চলেছে 'এক দেশ, এক ভোট' বিল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার সংসদে পেশ হতে চলেছে 'এক দেশ, এক ভোট' বিল। জানা যাচ্ছে, দুপুর ১২টায় লোকসভায় এই বিল পেশ করবেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। পাশাপাশি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর ও পুদুচেরির জন্য আলাদাভাবে পেশ হবে বিল। ইতিমধ্যেই বিলের কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সব সাংসদদের।

গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা সংবিধান (১২৯ সংশোধনী) বিল, ২০২৪, এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী বিল), ২০২৪ অনুমোদন করে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেগুলি সাংসদদের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হয়। কথা ছিল সোমবার সংসদে পেশ হবে 'এক দেশ এক ভোট' বিল। আইনমন্ত্রী বিলগুলি পেশ করার পর তা যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হতে পারে আলোচনার জন্য। যদিও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে কেন্দ্র সরকার। পরে যে চূড়ান্ত কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়, তাতে দেখা যায় এক দেশ-এক

ভোট বিল নেই। সংশয় তৈরি হয় বিলটি আদৌ এই অধিবেশনে পেশ হবে কিনা। এরই মাঝে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবারই পেশ হতে চলেছে বিলটি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কমিটি 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করেছিল। এক দেশ, এক ভোট নিয়ে এর আগে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। তাদের যুক্তি ছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, সাংসদ এবং বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটুকু বৈচিত্রের সম্ভাবনা রয়েছে, বিজেপির আগ্রাসী প্রচারের মুখে তা ভেঙে পড়তে পারে। দেশের একেক রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয় একেক সময়। একসঙ্গে ভোট করাতে হলে কোনও কোনও রাজ্যের ভোট এগিয়ে আনতে হবে। কোনও কোনও রাজ্যের ভোট পিছিয়ে দিতে হবে। যা পদ্ধতিগতভাবে চরম সমস্যার। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিরোধীদের আপত্তিতে এই বিলকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠতে পারে সংসদ।

যদিও বহুদিন ধরেই 'এক দেশ, এক ভোটে'র পক্ষে সওয়াল করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রের যুক্তি, এর ফলে নির্বাচন করার বিপুল খরচে রাশ টানা যাবে। যেমন সরকারের খরচ কমবে, তেমন রাজনৈতিক দলগুলিরও খরচ কমবে। বারবার নির্বাচনের জন্য সরকারি কাজকর্ম, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে থমকে যায়। একসঙ্গে ভোট হলে তা কমে যাবে। ভোটকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের খাটুনিও কমবে। একসঙ্গে বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট হলে ভোটের হার বাড়তে পারে বলেও মত অনেকের। রাজনৈতিক দলগুলিও সারা বছর ভোটপ্রচারের ঝক্কি না থাকায় মানুষের কাজে অনেক বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে।

ছত্তিশগড়ে ট্রাক-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৬ জনের

রায়পুর, ১৬ ডিসেম্বর: ছত্তিশগড়ে ট্রাক-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। গুরুতর আহত সাত জন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি কর হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে এক শিশু এবং পাঁচ মহিলা। দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বলোদ জেলার গুন্ডেরডেহি এলাকায়। দাউন্দি থানার পুলিশ জানিয়েছে, যাত্রিবাহী গাড়িতে ছিলেন মোট ১৩ জন। একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা। উলটো দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক শিশু-সহ ৬ জনের। আহত হন সাত জন।

মৃত্যু হয়েছে ত্রিশ বছরের দুরপত প্রজাপতি, বছর পঞ্চাশের সুমিত্রা বাই কুম্ভকর, পয়ত্রিশ বছরের মণীষা কুম্ভকর, বছর পঞ্চান্নর ইমলা বাই এবং সাত বছরের জিগনেশ কুম্ভকরের। এক শিশু এবং আহত পাঁচ মহিলাকে রাজনন্দগাও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঠিক কী কারণে দুরর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মস্কোতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকলেও সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট, জানালেন আসাদ

দামাস্কাস, ১৬ ডিসেম্বর: সন্ত্রাসবাদীরা দখল নিয়েছে সিরিয়ার, ক্ষমতা হারানোর পর প্রথমবার মুখ খুললেন বাশার আল আসাদ। মস্কো থেকে এক বিবৃতিতে 'পরিকল্পিত' ভাবে দেশত্যাগের বিষয়টি অস্বীকার করেন সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। জানান, শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বিবেচনা করেই দেশে ছেড়েছেন তিনি। খবর সংবাদ সংস্থা সূত্রে।

২০০০ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসেন আসাদ। বাবা হাফেজ আল আসাদের পর উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পান তিনি। যদিও গত ৮ ডিসেম্বর পালবদল ঘটে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধে জয় পেয়েছে বিদ্রোহী জঙ্গি সংগঠনগুলি। বাধ্য হয়ে দেশে ছেড়েছেন আসাদ। সপরিবারে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। সংবাদসংস্থা এএফপি-র দাবি, মস্কো থেকে প্রথমবার দেশত্যাগী আসাদ বিবৃতি দিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ন্সন্ত্রাসবাদ সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৭ ডিসেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায় দামেস্কাসে পৌঁছায় জঙ্গিরা। প্রশ্ন উঠেছিল প্রেসিডেন্টের ভাগ্য ও অবস্থান নিয়ে। জেহাদিদের জঙ্গিবাদকে বিদ্রোহীদের সংগ্রাম বলে চালাতে প্রচুর ভুয়ো তথ্য ও ভুল খবর ছড়ানো হয়েছিল।

আসাদের বিবৃতিতে দেশত্যাগে রাশিয়ার ভূমিকার বিষয়ে বলা হয়, দামাস্কাসে বিদ্রোহীদের প্রবেশের একদিন পর ৮ ডিসেম্বর সেনাঘাঁটি থেকে রুশ সেনার সাহায্যে মস্কো উড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। যদিও গৃহযুদ্ধ চলাকালীন পদত্যাগ বা আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবেননি সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। বরং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। বর্তমানে মস্কোতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকলেও সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রয়েছে বলেই জানিয়েছেন বাশার আল আসাদ।

ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE
New Barrackpore, Kol-700131
Notice inviting e-tenders
WBDHE/APCC/NB/RENOV/e-NIT-02/2024-25 (two bid) for renovation work .See wbetender.gov.in for details and participation and college website for viewing NIT. Last date of e-submission is **26.12.2024.**

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 1(One) Scheme of 15th FC vide NIT No-08/GGP/24-25 DATED.12.12.2024 & 1(One) Scheme of 5th SFC vide NIT No-09/GGP/24-25 , DATED.12.12.2024
Bid Starts : 14/12/2024
Bid Closes: 20/12/2024
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

E-TENDER
Sealed E-Tender vide NIT No. 03/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 05/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 07/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 09/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 12/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 14/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 15/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 16/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 17/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024, 18/Nalhati/2024-2025(2nd Call), Dated : 12.12.2024 are hereby invited from the Bonafide, resourceful and experienced Contractors for "Construction of Masonry Dug Well of 3.60 M. internal Dia & Depth 9.150M." **a) Tender Value :** Rs. 3,57,552.00 each **b) Downloading of Bidding documents from E-procurement Portal :** 17.12.2024 at 10:00 Hrs. and **c) Last date of application :** 26.12.2024 upto 18:30 Hrs. For more details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Nalhati-I Project

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 52/ E.O. Kh-II/ 2024-25 (2nd Call) Date: 13.12.2024. (Tender ID: 2024_ ZPHD_784676_1 to 3),** for Toilet under Block area. Last date of bids ends on **23.12.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS RANAGAHT MUNICIPALITY
Ranaghat, Nadia
NOTICE INVITING E-QUOTATION
Memo. No. 2908/RM
Date : 16.12.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-16e/2024-25/SL1
Tender ID : 2024_MAD_785633_1
Name of the work : Supplying, fitting, fixing & installation of 6 Nos. 'L' shaped/pattern Office Desk (Size Range – 2.40 m x 0.60 m x 0.80 m) & overhead File Cabinet (Size Range – 3.60 m x 0.45 m x 0.45 m) made of 20 mm plywood along with drawers & other allied accessories at PWD Engineering Room under Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **26.12.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.T. No. : UKM/PHC/016(e)/2024-25 dt 28.08.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for supply, fixing & fittings of front & rear tyre for Four wheel auto tipper. **Documents download start date & Bid submission start date : 31.08.2024. Bid Submission Closing Date : 11.09.2024.** For Details : **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/State Fund/N.I.Q– 15/2024-25
Memo No.- 2822/PWD/BM/2024-25
Dated. 12.12.2024
Name of the Work:- 3 (Three) Nos. work- **(i)** Supply at site 40numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Bins of 240 Litter capacity **(ii)** Supply at site 200 numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Bins of 100 Litter capacity **(iii)** Supply at site 290 numbers of HDPE Plastic Green and Blue coloured Bins of 40 Litter capacity under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **24.12.2024**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org**, **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬২৭, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৬৯। কাজের নাম ঃ** (১) এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে ব্যান্ডেলে (০৩টি), মেমারিতে (০১টি) এবং বৈঁচিতে (০১টি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পাইপ লাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) এইএন/বর্ধমানের অধীনে বর্ধমানে (০৪টি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পাইপ লাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৩) ডিইএন/১/হাওড়ার অধীনে লিলুয়াতে (০২টি), শেওড়াফুলিতে (০১টি) এবং তারকেশ্বরে (০১টি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পাইপ লাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩০,৬৫,৬৫৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬১,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-483/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং ঃ ২৮৫_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার আওতাধীনে এই স্থানগুলিতে সেস মেরামতির কাজ - বালি - ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে কিমি ৭.০৫১ - ৭.৫৮৫, ১১.০০৮ - ১১.৯৬৮ কিমি, ১৩.৭৬৮ - ১৪.০০৪ কিমি, ১৪.০২ - ১৫.৮৬৩ কিমি, ১৭.৪২ - ১৯.১৭৯ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে - ১২.০৩৩ - ১২.৬৯৫ কিমি, ১২.৮২৭ - ১৩.৩৮২ কিমি, ১৩.৭৬২ - ১৫.৮০২ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে - ২১.৫৮৭ - ২১.৭৭১ কিমি, ২৩.০০৪ - ২৪.০৬৩ কিমি, ২৪.৭৭৯ - ২৪.৮১৯ কিমি, ২৫.৩২৯ - ২৮.০৪১ কিমি, এবং ২৮.৬০ - ৩৮.০০১ কিমি এবং বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে - ২৮.৫৯৮ - ৩২.৩৯৩, ৩৩.০৫৮ - ৩৭.৪০৬ কিমি-তে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩৪,৬৯,৭৪৯.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-482/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫২০, তারিখ ১২.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউ-নিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/১৫/২৪-২৫/সিএপি, ডিআরএফ। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিতের সম্পর্কিত টেলিকম কাজ (i) ক্যানিং-এ (৪০ শয্যার) আরপিএফ ব্যারাকের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ। (ii) কাঁচরাপাড়াতে এমডিএসটিআই/আরপিএফ/পূর্ব রেলওয়ে (আরপিএফ ট্রেনিং স্কুল)-এ নতুন ৫০ শয্যার মহিলা হস্টেল (জি+২)-এর টেলিকম সাব-এস্টিমেট। (iii) বহরমপুর কোর্ট - বহরমপুরে (৫০ শয্যার) আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা। (iv) ক্যানিং- আরপিএফ দপ্তরের জন্য অফিস বিল্ডিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৮৭,৫৯০.৫০ টাকা। **প্রদেয় টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৯,৮০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.১২.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ১০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **www.ireps.gov.in** -এ বিশদ পাওয়া যাবে। **যে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। SDAH-276/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-119 (2nd Call), 123 (2nd Call), 137(2nd Call), 169 (2nd Call), 208 to 211/2024-2025, Dated- 16-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Nadia, Bankura Purulia, Uttar Dinajpur, Jalpaiguri and Malda District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders. gov.in** Bid submission start date- **17-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **03-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 16.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা -এর সমক্ষে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ(এ) এর বিষয়ে
~ এবং ~
মেসার্স এস এস এ হায়ার পারচেজ প্রাঃ লিঃ যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ৩, সকলাত প্লেস, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭২-এর বিষয়ে
.......আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "গুজরাট রাজ্য" -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ২৫শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে উপরে বর্ণিত ঠিকানায়।
এস এস এ হায়ার পারচেজ প্রাঃ লিঃ
-এর পক্ষে ও জন্যে
স্বা/-
জয়েশ কানাইয়ালাল লালভানি
ডিরেক্টর
DIN: 02996253
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬.১২.২০২৪

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amt. (in Lakh)	Last date for submission
1.	Construction of Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-13/2023-24 (3rd Call)	1.92	02.01.2025at2.00PM
2.	Construction of Road		13.17	
3.	Construction of Road and Drain	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-24/2023-24 (3rd Call)	4.63	
4.	Construction of Mastic Asphalt Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-02/2024-25 (2nd Call)	21.12	
5.	Construction of Mastic Asphalt Road		23.07	
6.	Construction of Mastic Asphalt Road		32.57	
7.	Construction of Mastic Asphalt Road		15.69	
8.	Construction of C.C. Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-06/2024-25 (2nd Call)	5.80	
9.	Construction of C.C. Road		5.19	
10.	Construction of Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-10/2024-25	1.71	
11.	Construction of Road		6.90	
12.	Improvement of Road and Drain		7.03	
13.	Construction of Mastic Asphalt Road		11.26	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

বাংলাদেশের ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সমস্যায় পড়বে না ভারত

শুভাশিস বিশ্বাস

ভারতকে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিটে’র আবেদন করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি বিটিআরসি তথা ‘বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন’।এই সংবাদ সামনে আসার পর থেকেই আলোড়ন পড়েছে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি মহলে।

এদিকে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্রের নিচ দিয়ে আসা কেবল বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের ল্যান্ডিং স্টেশনে আসার পরে সেখান থেকে ত্রিপুরা হয়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দ্বিতীয় একটি সংযোগ দেয়ার কথা ছিল।

তবে ২০২১ সাল থেকে চালু হওয়া প্রথম ইন্টারনেট সংযোগটি অবশ্য এখনও চালু। আর এখানেই ভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, বাংলাদেশ যদি সত্যিই বাড়তি ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেটের প্রস্তাবিত সংযোগটি না দেয় তাহলেও উত্তরপূর্ব ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব পড়বে না। কারণ, ভারতের নিজস্ব যা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ আছে, তা ওই অঞ্চলের জন্য এখনও যথেষ্ঠই বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আর ব্যান্ডউইডথের চাহিদা বাড়লে তা সামাল দেওয়ার জন্য নিজস্ব পরিকল্পনা অনেক বছর আগেই থেকেই করা আছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। এখন কথা হচ্ছে কাকে বলে এই ব্যান্ডউইথ। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তথ্য পাঠানো হয় তাকেই ব্যান্ডউইথ বলে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সংঘাতের যে আবহ তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে এবার ঢাকার তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। যদিও পরিস্থিতি একেবারেই অন্য ছিল কয়েক মাস আগেও। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত ও বাংলাদেশে যৌথভাবে ব্যান্ডউইথ পরিকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনা করে এদেশের টেলিকম সংস্থা ভারতী এয়ারটেল। সেইমতো সব প্রস্তুতিও সাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার আচমকাই সেই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়।

এদিকে ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদপত্র দ্য ইকনমিক টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী সামিট কমিউনিকেশন এবং ‘ফাইবার অ্যাট দ্য রেট অফ হোম’ এই দুটি বেসরকারি বাংলাদেশি সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন, বিটিআরসির কাছে আবেদন জানানোর পরে কমিশন সে দেশের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণায়ের কাছে প্রকল্পটির বিষয়ে অনুমোদন চেয়েছিল। সেখানে সিঙ্গাপুর থেকে আখাউড়া সীমান্ত পর্যন্ত ব্যান্ডউইডথ পৌঁছনোর কথা ছিল, সেখান থেকে ভারতের টেলিকম সংস্থা ভারতীয় এয়ারটেল সেই সংযোগ উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যাবে , এমনটাই ছিল প্রস্তাব। এই প্রসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ওই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের নিজেরই একটি আঞ্চলিক ইন্টারনেট হাব হয়ে ওঠার সম্ভাবনাতে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কারণ, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশকে ‘ট্রানজিট রুট’ হিসাবে ব্যবহার করে ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মিজোরাম, মনিপুর, মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ডে দ্রুতগতির ইন্টারনেট আরো ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হত। এই প্রসঙ্গে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এমদাদুল বারিক জানিয়েছেন, ‘গাইডলাইন এ ধরনের ‘ট্রানজিট’ ব্যবস্থা অনুমোদন করে না।’

আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে এতে উত্তর-পূর্ব ভারত কোনও সমস্যায় পড়বে কি না তা নিয়ে। কারণ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকার নানা প্রকল্প নিয়েছে গত কয়েক বছরে। একইসঙ্গে প্রতিটি রাজ্যে যেমন গড়ে তোলা হয়েছে সফ্টওয়্যার পার্ক, তেমনই আসামে বড় বড় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা গড়ে তুলছে তাদের নিজস্ব পরিসর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টাটা গোষ্ঠীর প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা গড়ে তোলার প্রস্তাব। এদিকে আবার ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম ‘হাইপার স্কেল ডেটা’ সেন্টার ‘সিটিআরএলএস’ আসামে একটা বৃহৎ ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার ঘোষণাও করেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভারতের সরকারি ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে ২০২১ সালে। এছাড়াও ড্রোন তৈরির শিল্প, সফ্টওয়্যার নির্মাণের মতো নতুন শিল্পকেন্দ্র সেখানে গড়ে উঠছে।

একইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প যত বাড়বে, ততই ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথের প্রয়োজন হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বাংলাদেশ থেকে প্রস্তাবিত দ্রুতগতি ইন্টারনেট সংযোগ যদি এখন আর নাই পাওয়া যায়, তাহলে সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ থেকে প্রস্তাবিত সংযোগ না এলে কোনো সমস্যাই হবে না কারণ এই অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়ন হলেও সেখানে বিপিও-র মতো সংস্থা - যাদের নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রয়োজন, তা এখনও সংখ্যায় কম।

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ক্যারিয়ার ভিত্তিক আলোচনা

জয়দেব বেরা

বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে কাউন্সেলিং’ শব্দটি প্রায় প্রত্যেকেরই কাছে সুপরিচিত। বিশেষ করে মনোবিদ্যা (psychology), সমাজতত্ত্ব (sociology) এবং সমাজকর্ম (social work) বিষয় সহ আরও অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও এই কাউন্সেলিং’ শব্দটি অতি পরিচিত। আক্ষরিক অর্থে কাউন্সেলিং বলতে বোঝায় পরামর্শ প্রদান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানসিক, শিক্ষাগত সমস্যার সমাধানে পেশাদার ব্যক্তির নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করার নামই হল কাউন্সেলিং। অন্যভাবে বললে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট’ একজন কাউন্সেলারের’ সাহায্যে তার মানসিক গঠন, ব্যক্তিত্বের ধরন, চিন্তা-ভাবনা, আচরণের ব্যাখা খুঁজে পান এবং নিজের সমস্যা মিটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, সেই প্রক্রিয়াই হল কাউন্সেলিং। এই কাউন্সেলিং মূলত দুই ধরনের হতে পারে — (১) Individual Counselling (২) Group Counselling এই কাউন্সেলিং এর পরিধি খুবই ব্যাপক। এর মধ্যে যে বিষয় গুলো যুক্ত থাকে সেগুলি হল - এডুকেশনাল কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, বিজনেস কাউন্সেলিং, ম্যারেজ কাউন্সেলিং,ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এবং সাইকোলজিক্যাল বা সাইকিয়াট্রিস্ট কাউন্সেলিং প্রভৃতি। যিনি কাউন্সেলিং করান তাদেরকে বলা হয় ‘কাউন্সেলার’ (Counsellor) এবং যাদেরকে কাউন্সেলিং করানো হয়ে থাকে বা যারা কাউন্সেলিং করাতে আসেন তাদেরকে বলা হয় ‘ক্লায়েন্ট’/‘কাউন্সেলি’।

আমি মূলত এই আর্টিকেলটিতে অন্যান্য কাউন্সেলিং সহ সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং’ এর ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এই আর্টিকেল থেকে জানতে পারবো কীভাবে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলর হওয়া যায় বা পেশা হিসেবে এই সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিংকে কীভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে, কোথায় কোথায় চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাগুলো রয়েছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ে পড়াশোনা করা যায় এবং এই ডিগ্রী অর্জন করতে যোগ্যতা কী কী লাগে প্রভৃতি।

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং/মেডিক্যাল ভিত্তিক কাউন্সেলিং এর বিষয়টি মূলত মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম প্রভৃতি সহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়।মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে B.A./M.A./M.phil/Ph.D. করার পর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা M.B.B.S./B.Sc. Nursing/G.N.M. পাশ করার পর RCI (Rehabilitation Council of India) স্বীকৃত বা যে কোনও সরকারি অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ‘কাউন্সেলিং’এর উপর সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করলে তারা পেশাদারী কাউন্সেলার হিসাবে ক্লায়েন্ট এর কাউন্সেলিং করাতে পারবেন। এক্ষেত্রে যদি ‘Special Educator’ (RCI Approved) এর কোর্সটি করা থাকে তাহলে পেশা হিসাবে কাউন্সেলিং এর বিষয়টি আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কারণ এই ফিল্ডে RCI এর রেজিস্ট্রেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাউন্সেলিং এর যে কোর্সগুলি রয়েছে সেগুলি হল- ‘Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling’, ‘P.G. Diploma in Psychological Counselling & Guidance’, ‘P.G.Diploma in Rehabilitation Psychology’, ‘P.G. Diploma in Counselling’, ‘P.G.Diploma in Clinical Psychology’, ‘P.G.Diploma in Counselling and Family Therapy’ প্রভৃতি।এই কোর্সগুলি মূলত রেগুলার ও ওপেন মোডে করা হয়ে থাকে।যদিও এখন অনলাইনের মাধ্যমেও এই কোর্সগুলো করার সুবিধা রয়েছে।তবে এই কোর্স গুলো রেগুলার ভাবে করাই বেশি প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই কোর্সগুলো পড়ানো হয়। সেগুলি হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, IGNOU– NSOU প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়।এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই সম্পর্কিত কোর্সগুলো করানো হয়ে থাকে।যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড থেরাপি,CARING MIND (প্রভৃতি।এছাড়াও কাউন্সেলিং সম্পর্কিত বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স গুলো করতে পারেন MIND WELLNESS ACADEMY– GENIUS MIND BRAIN DEVELOPMENT ACADEMY প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে।

এই কাউন্সেলিং এর চাকরির ক্ষেত্রগুলি হল- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, NGO, জুভেনাইল কোর্ট, অনাথ আশ্রম, প্রতিবন্ধী হোম, বৃদ্ধাশ্রম, শিশু হোম, মানসিক হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাংক, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, কারেকশনাল হোম, বিভিন্ন মেন্টাল ক্লিনিক প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। যে সমস্ত পদগুলিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে সেগুলি হল- ICTC Counselor– STI Counselor– Blood Bank Counselor– NCD Clinic Counselor– Hospital/Health Counselor– NGO/Home Counselor– Academic Counselor– DCPU department Counselor– Block department Counselor–Relationship & Family Counselor– RBSK Counselor প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য Counselor এর পদগুলি। এই সমস্ত পদগুলিই কিন্তু মেডিক্যাল ও অন্যান্য বিভাগের সাথে যুক্ত।এছাড়াও নিজেরা ক্লিনিক খুলে বা বাড়ি বাড়ি গিয়েও কাউন্সেলিং করাতে পারবেন। তবে তারজন্য RCI রেজিস্ট্রেশন হলে খুব ভালো হয়। এইভাবে বর্তমান সময়ে কাউন্সেলিংকে একটি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যেতেই পারে

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, লেখক এবং সমাজ-মনো বিশ্লেষক

শিক্ষায় নয়া অধ্যায়ের সূচনা ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশানালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন ‘শিক্ষা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যা আমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করতে ব্যবহার করতে পারি।’ কারণ, পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনা অর্জন, একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই শিক্ষা ঐতিহ্যগত থেকে আধুনিক শিক্ষায় পরিবর্তিত হয়েছে। আগে, শিক্ষা বলতে বোঝানো হতো তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান। যেখানে শিক্ষকেরা ছিলেন তথ্যের অনুসন্ধানকারী হিসাবেই পরিচিত। এরপর আধুনিক শিক্ষা কিছুটা হলেও এই সংজ্ঞায় বদল এনে এক অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা এবং সামগ্রিক ছাত্র বিকাশের দিক সূচিত করে। আধুনিক এই শিক্ষায় কী শিখতে হবে থেকে কীভাবে শিখতে হবে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার উপর জোর দেয়। সঙ্গে গুরুত্ব দেয় উদ্ভাবন এবং অভিযোজনযোগ্যতার ওপরেও। এই রকম এক ধারনা নিয়ে কলকাতায় পা রাখল ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। যা শহরের শিক্ষার পরিকাঠামোকে

নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর তা বাস্তবায়িত করতে হাওড়ার বুকে ১,২০,০০০ বর্গফুটে তৈরি হচ্ছে পাঁচতলা অ্যাকাডেমিক ব্লক। সঙ্গে থাকছে ১.১৫ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে স্পোর্টস ফেসিলিটি, যা বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশ সরবরাহ করতে প্রস্তুত। আপাতত যা পরিকল্পনা রয়েছে তাতে ২০২৫-এই উদ্বোধন হবে এই ক্রেডমন্ট ইন্টারন্যাশানালের। প্রাথমিকভাবে সিবিএসই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সিবিএসই-র যে কোনও স্কুলকে পিছনে ফেলব ক্রেডমন্টের শিক্ষাদান এবং শেখার প্রতিটি পদক্ষেপ। কারণ, এখানে ব্যবহার করা হবে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সংহতকরণ। সঙ্গে থাকবে এআই-চালিত স্মার্টবোর্ড এবং ইন্টারেক্টিভ শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে এআই প্রযুক্তি ব্যবহৃত পরীক্ষাগার। এছাড়াও থাকবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামও।

পড়ুয়াদের জন্য দারুণ সুযোগ, পাওয়া যাবে ১০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল বা কলেজের পড়ুয়া, কর্মচারি এমনকি বেকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকল্প তৈরি করেছে। এটি তৈরি করা হয়েছে যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে তাঁদের জন্য। তবে এবার উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগও দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো একটি ইন্টার্নশিপ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এই ইন্টার্নশিপ প্রকল্পকে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ স্কিম’ বলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার, সারা দেশে সবাই বর্তমানে ইন্টার্নশিপ প্রকল্পের উপর জোর দিচ্ছে। এই ইন্টার্নশিপ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে, রাজ্যের শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে খুব সহজেই চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আপনার কাছে রাজ্য সরকারি প্রকল্পের ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেট থাকলে, রাজ্যের শিক্ষার্থীরা অবশ্যই চাকরির ক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতার ভিড়ে আগ্রাধিকার পাবে। পাশাপাশি চাকরিপ্রার্থীদের অভিজ্ঞতাও বাড়বে।

প্রকল্পের সুবিধা

১) পশ্চিমবঙ্গ ইন্টার্নশিপ স্কিমের মাধ্যমে, চাকরির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

২) যারা এই স্কিমে যোগদান করবেন তারা টাকা পাবেন মাসে ১০ হাজার করে বৃত্তি।

৩) শিক্ষার্থীরা ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

৪) ইন্টার্নের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে, এক বছর পরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সরাসরি চাকরিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৫) ইন্টার্নশিপ শেষ হলে, প্রত্যেককে গ্রেডিং সহ একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে।

আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

যে পড়ুয়ারা এই প্রকল্পেরর জন্য আবেদন করতে চায় তাদের অবশ্যই আইটিআই বা ডিপ্লোমা কোর্সে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর এই প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যূনতম সাড়ে ৭ হাজার পড়ুয়া নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টার্নশিপ শুরু করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

সূত্রের মতে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইন্টার্নশিপ শুরু হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ স্কিমও শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার এ বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।